রাজনীতি
অধ্যাপক
নীহার কুমার সরকার

ছোটদের রাজনীতি

নীহারকুমার সরকার

পুথিঘর
২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

শ্রীমান অজিতকুমার ঘোষকে—

স্নেহের খোকন, তুমি একদিন জিজ্ঞেস করেছিলে, সোশ্যালিজম কি ? তারই উত্তরে এ-বইখানা লিখে তোমাকে দিলাম। ইতি—

নীহারদা

সূচীপত্র

[এক]

ক্যাপিটালিজম্ বা পুঁজিবাদ

ক্যাপিটালিজম ?—

সকালে ঘুম থেকে উঠে রাতে ঘুমোতে যাওয়া অবধি, আমরা কত হাজার হাজার রকমের জিনিস-পত্র ব্যবহার করি তা কখনো হিসাব ক'রে দেখেছ কি ? যেমন, সকালে ঘুম থেকে উঠেই টুথ-ব্রাস্, টুথ-পেষ্ট, তোয়ালে, সাবান চাই। তারপর, চা খাবার জন্যে চাই চা, চিনি, দুধ, পেয়ালা, পিরিচ, মাখন, রুটি ইত্যাদি। তারপর, প'ড়তে বসবে তার জন্য বই, খাতা, কাগজ, কলম, চেয়ার, টেবিল চাই। ইস্কুলে যাবে তার জন্য কাপড়-চোপড়, সাইকেল বা মোটর চাই। এই রকম ক'রে সব রকম কাজের জন্যই আমাদের নানারকম জিনিস-পত্রের দরকার হয়। এই সব জিনিস-পত্র কোত্থেকে আসে জান ? বাজারে দোকানদারের কাছ থেকে তোমার বাবা কিনে নিয়ে আসেন। দোকান-দাররা আবার কারখানা থেকে, চাষীদের কাছ থেকে, খনির মালিকদের কাছ থেকে এই সব জিনিস-পত্র কিনে আমাদের কাছে বিক্রী করে। কারখানার মালিকরা, চাষীরা ও খনির মালিকরা তাদের কল-কারখানা খাটিয়ে, জায়গা-জমি চাষ

ক'রে খনি থেকে নানাবকম জিনিস তুলে কুলি-মজুরদের দিয়ে এই সব জিনিস তৈবী কবায়। এই সব জিনিস-পত্র তৈরী কবার যে যন্ত্রপাতি, কল-কাবখানা, জমি-জায়গা, খনি ইত্যাদি ঐ গুলিকে আমরা বলব "উৎপাদন-যন্ত্র" (means of production) কাবণ এগুলোর সাহায্যে আমাদের দরকাবী জিনিস-পত্র "উৎপাদিত" অর্থাৎ তৈরী হয়। আব এই সব জিনিস-পত্র যা আমরা ব্যবহার করি তা বাজারে কিনতে পাওয়া যায় বলে, তাকে বলব "পণ্য" (commodity).

এক সোভিয়েট দেশ ছাড়া পৃথিবীব অন্যান্য :সকল দেশে এই উৎপাদন-যন্ত্রগুলো অর্থাৎ খনি, কলকাবখানা, জায়গা-জমি-এসব, লোকেব ব্যক্তিগত সম্পত্তি। অর্থাৎ যাব এইরূপ কোন উৎপাদন-যন্ত্র আছে, শুধু সে একাই তাব মালিক, সমাজে অন্য কেউ তার এই উৎপাদন-যন্ত্রেব বিষয়ে কোন হাত দিতে পাবে না। যেমন, কাবো যদি একখণ্ড জমি থাকে, বা একটা কারখানা থাকে, তবে সে জমি চাষ কবা বা না করা তার ইচ্ছা; সে কাবখানা চালু কবা বা বন্ধ রাখা সম্পূর্ণ তার মালিকের ইচ্ছার উপব নির্ভর কবে। আবার সেই জমিতে যদি কোন ফসল হয় বা কারখানায় যদি কোন জিনিস তৈবী হয় তবে সেই ফসল বা সেই জিনিস যার জমি বা যার কল তারই হবে। ক্যাপিটালিজমের গোড়ার কথাই হ'ল এই—উৎপাদন-যন্ত্রে ব্যক্তিগত অধিকার।

যাদের এই উৎপাদন-যন্ত্রে অধিকার থাকে তারা এগুলো সাধারণতঃ ফেলে রাখে না, সেগুলো খাটিযে নানারকম জিনিস-পত্র তৈরী করে। কেন তৈরী করে ? কেননা তৈরী ক'রে বাজারে বিক্রী ক'রে এদের যথেষ্ট লাভ হয। এই লাভের লোভেই উৎপাদন-যন্ত্রের মালিকরা উৎপাদন-যন্ত্র খাটিযে জিনিস-পত্র তৈরী করায। এই সব জিনিষ-পত্র বা পণ্য আমাদেব অভাব মেটায, আমাদের দবকারে লাগে, এগুলো না পেলে আমাদেব বিশেষ অসুবিধা হয, এমন কি বেঁচে থাকতেও পাবি না। কিন্তু সে সব কথা উৎপাদন-যন্ত্রের মালিকেরা ভাবে না। তাদেব প্রধান উদ্দেশ্য লাভ বা 'মুনাফা' (profit), যতক্ষণ লাভ হবে, ততক্ষণ অবধি তারা পণ্য উৎপাদন কবে বাজাবে বিক্রী করবে। যখনি লাভ বন্ধ হবে, তখনি পণ্য উৎপাদনও তাবা বন্ধ করবে, তাতে লোকেব অসুবিধাই হোক, আর তাবা না খেতে পেযেই মরুক, সে-দিকে তাবা ভ্রূক্ষেপও করবে না। কাজেই লাভ করবার জন্যেই এই সব পণ্য ক্যাপিটালিষ্ট সমাজে তৈরী করা হয, লাভই ক্যাপিটালিজমের প্রধান কথা, এই সকল পণ্য যে মানুষেব ভাল ভাবে বেঁচে থাকবার জন্য দরকার সে কথাই বড় কথা নয।

মোটামুটি ভাবে ক্যাপিটালিষ্ট্ সমাজের একটা সংজ্ঞা আমরা এখন দিতে পাবি। যে সমাজে উৎপাদন যন্ত্রগুলি ব্যক্তিগত অধিকারে থাকে এবং যেখানে একমাত্র লাভের

জন্মই পণ্য তৈরী হয়, সেই সমাজকে আমরা ক্যাপিটালিষ্ট সমাজ বলতে পারি।

উৎপাদন-যন্ত্র যখন এইরূপ ব্যক্তিগত অধিকারে থাকে, এবং ব্যক্তিগত লাভেব জন্য যখন তা দিয়ে পণ্য তৈরী হয়, তখন, সেই উৎপাদন-যন্ত্রগুলোকে বলা হয় পুঁজি বা ক্যাপিটাল। যেমন, কারখানার মালিকেব "পুঁজি" হ'ল তাব কাবখানা। জমিদারের পুঁজি হ'ল তার জমি-জমা। সুদ-খোরের বা ব্যাঙ্কারের পুঁজি হল তার টাকা। আব খনির মালিকেব পুঁজি হ'ল তাব খনি। এই সব পুঁজির মূল্য আবাব টাকায় হিসাব করা যায়। যেমন, খনিব মূল্য যদি হয় দশ হাজাব টাকা, তবে খনিব মালিকের দশ হাজার টাকাব পুঁজি আছে বলা হয়।

ক্যাপিটালিজমের ফল:

আগেই বলেছি লাভেব জন্য উৎপাদন-যন্ত্রেব মালিকবা তাদেব ক্যাপিটাল বা পুঁজি খাটায়। সমাজেব যাবা গবীব-লোক তারা পেটের দায়ে বাধ্য হ'যে কল-কাবখানায়, খনিতে, জমিতে কাজ খুঁজতে আসে। কাবণ তাদের টাকা-কড়ি নেই, জমি-জমা নেই, 'উৎপাদন-যন্ত্র' কিছুমাত্র নিজেদের হাতে নেই, একমাত্র নিজেদের দেহ-ছাড়া তাদের আর কোন পুঁজি নেই যা খাটিয়ে তারা কিছু আয় ক'রতে পাবে। তাই তারা তাদের একমাত্র সম্বল শরীর খাটিযে বাঁচে।

এরাই মজুর , এদেব তাই বলে 'সর্ব্বহারা', বা স্বশ্রমজীবী' (proletariat : প্রোলিটারিয়েট) ক্যাপিটালিষ্টরা তাদের কাছ থেকে তাদেব এই পরিশ্রম করাব শক্তি কিনে নেয এবং তা খাটিযে যথেষ্ট পবিমাণে পণ্য তৈরী ক'বে বাজারে বিক্রী কবে। বাজাবে পণ্য বিক্রী ক'বে মালিকবা যা টাকা পায, তা থেকে মজুবদের মাইনে হিসাবে কিছু দেয, এবং অন্যান্য (যেমন কাঁচামালেব দাম, ব্যাঙ্কেব কাছ থেকে ধার-কবা টাকার সুদ ইত্যাদি) খবচপত্র বাদ দেয , তাবপব যা বাকী থাকে তাই হ'ল ক্যাপিটালিষ্টের লাভ।

ক্যাপিটালিষ্টের যা লাভ হয তাব কতকটা সে নিজের, তাব ছেলে-মেযের ও পবিবাবেব অন্যান্য সকলেব জন্য খবচ কবে এবং বাকীটা আবাব পুঁজি হিসাবে ব্যবসা-পত্রেই খাটায। এমনি ভাবে তাব কল-কাবখানা বড হয, পুঁজি বেড়ে যেতে থাকে , এবং যতই তার পুঁজি বেড়ে যায ততই আবাব তাব লাভের পবিমাণও বেড়ে যেতে থাকে। এমনি ভাবে লাভ বাডাতে পুঁজিও বাড়ে, এবং পুঁজি বাড়ায লাভ আরও বেড়ে যেতে থাকে। এই বর্দ্ধিত পুঁজি খাটাবার দবকাবও হয় তাব খুব, এবং সুযোগও পায সে যথেষ্ট। বাজাবে অন্যান্য অনেক ক্যাপিটালিষ্ট থাকে, যাদের সঙ্গে পণ্য বিক্রী করার জন্য তাকে প্রতিযোগিতা ক'বতে হয। এই প্রতিযোগিতায সে-ই জিতে, যে সব-চেযে কম দামে জিনিস বিক্রী ক'রতে পারে। এই জন্য সব ক্যাপিটালিষ্টরা

চেষ্টা করে যাতে খুব কম খরচায় খুব বেশী মাল তৈরী ক'রতে পারে। তার জন্য তারা বৈজ্ঞানিকদের সাহায্যে নানা রকম নূতন নূতন কল ও যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করিয়ে তা পণ্য তৈরীর কাজে লাগায়। উদ্দেশ্য এই যে, এই সব যন্ত্রপাতির সাহায্যে শ্রমিকদের কাছ থেকে খুব কম সময়ে বেশী কাজ আদায় করিয়ে নিয়ে, খুব সস্তায় পণ্য তৈরী করা। পণ্য সস্তায় উৎপন্ন হ'লে বিক্রী করাও যায় সস্তায় এবং সস্তা দরে পণ্য বিক্রী ক'রলে বিক্রীও হয় অনেক বেশী। কারণ সবাই যার জিনিসের দাম কম, তার কাছ থেকেই কেনে। আর বিক্রী বেশী হ'লে সাধারণতঃ লাভও বেশী হয়। এই জন্য ক্যাপিটালিষ্টরা সব সময় চেষ্টা করে তাদের পুঁজি বাড়াতে, কারণ পুঁজি বাড়ালেই তাদের লাভ বাড়ে। দেখতে দেখতে ছোট কারখানা বড় কারখানা হ'য়ে পড়ে, নূতন নূতন কল-কব্জা বসে, যেখানে একশো মজুর কাজ ক'রত, সেখানে হাজার মজুর খাটতে থাকে। জিনিসপত্র তৈরীর নূতন নূতন কৌশল আবিষ্কার হয়।

একদিকে যেমন ক্যাপিটালিষ্টদের পুঁজি, ধনসম্পত্তি, বেড়ে যেতে থাকে, অন্যদিকে আবার সমাজে দারিদ্র্যও বেড়ে যেতে থাকে। যাদের পুঁজি অল্প, তারা বড় পুঁজিওয়ালাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে পড়ে এবং মজুরদের দলে ভিড়ে যায়। এমনি ভাবে শ্রমিকদের দল বেড়ে যেতে থাকে। অন্যদিকে কলকব্জা আবিষ্কার হওয়ায়

কলেই সব কাজ ক'রে দেয , শ্রমিকদের আর দরকার হয না বেশী। কাজেই শ্রমিকরা যেমন সংখ্যায বেড়ে যায, তেমনি তাদের কাজও কমে যায। এইজন্য শ্রমিকবা যা পায সেই মাইনেতেই কাজ করতে বাজী হয। ক্যাপিটালিষ্টরাও সুবিধা বুঝে খুব কম মাইনে দেবাব চেষ্টা কবে। কাবণ মাইনে যত কম দেবে, তত তাদেব পণ্য তৈবীর খবচ কম হবে এবং ততই লাভ বেশী হবে। সমাজে সেই জন্য অল্প কযেক-জন লোক খুব ধনী হ'যে ওঠে, আব বাকী সব লোক তাদের তুলনায ক্রমেই গবীব হ'যে পড়তে থাকে। এমনি ভাবে সমাজে ক্যাপিটালিজম্ গোটাকযেক লোককে ধনী ক'বে বেশীর ভাগ লোককে গরীব ক'বে দিতে থাকে। এই হ'ল ক্যাপিটালিজমেব প্রথম ফল।

পুঁজিবাদ শুধু যে শ্রমিকদেব আয কমিযে দিযে তাদের গরীব ক'বে দেয তা নয, সময সময তাদেব আযেব পথ একেবারে বন্ধ কবে দিযে হাজারে হাজাবে তাদেব ভিক্ষুকে পরিণত কবে। আমবা দেখেছি, বাজাবে জিনিসপত্র বিক্রী হ'লে তবে ক্যাপিটালিষ্ট তার লাভ আদায় ক'রতে পাবে। কিন্তু বাজাবে পণ্য কেনে কাবা? কিছু পণ্য ক্যাপিটালিষ্টরা নিজেবাই কেনে। আব বেশীর ভাগ কেনে শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেবা। কিন্তু এদের আয যখন কমে যায, তখন এবা আর সব জিনিস কিনতে পারে না। তার ফলে পণ্য বাজারে বিক্রী না হ'যে পড়ে থাকে। দোকানে,

কারখানার গুদামে পণ্য বোঝাই হ'যে থাকে। কিন্তু ক্রেতাদের পকেটে পয়সা না থাকায ঐ সব জিনিসপত্র আর বিক্রী হয না। পণ্য বিক্রী না হওযায ক্যাপিটালিষ্টদের লাভ আব হয না ববং লোকসান হ'তে থাকে। তখন ক্যাপিটালিষ্ট বাধ্য হ'যে তার কাবখানা বন্ধ ক'বে দেয। কারণ বাজারেই যখন জিনিসপত্র অবিক্রীত অবস্থায বোঝাই হ'যে বযেছে, তখন আরও পণ্য তৈবী ক'বে লাভ কি? কাবখানাব পব কাবখানা বন্ধ হ'যে যায, ব্যাঙ্ক ফেল্ পডতে থাকে, হাজাব হাজাব শ্রমিক বেকাব হ'যে যায। ক্যাপিটা-লিজমের এই দুর্দ্দশাকে বলা হয "ব্যবসা-সঙ্কট"। ব্যবসা-সঙ্কটেব সময শ্রমিকদেব দুর্দ্দশাব একশেষ হয। ছেলেপুলে নিযে, চেযেচিন্তে অতি কষ্টে আধপেটা খেযে, কোনদিন না খেযে তাদেব দিন কাটে। এই শতাব্দীতেই তিনবার এইরূপ ব্যবসা-সঙ্কট হ'যে গেছে। এ অবধি শেষবাবেব ব্যবসা-সঙ্কট হ'যেছিল ১৯৩০ সালে। সে-বাবেব ব্যবসা-সঙ্কটে একমাত্র আমেবিকার যুক্তবাষ্ট্রেই ১ কোটি ৩০ লক্ষ শ্রমিক বেকাব হ'যে গিযেছিল। তাবা যে কি বকম ভাবে বেঁচে থাকত, তাব সঠিক কোন হিসেব পাওযা যেত না। তাদের ছোট ছেলে-মেযেরা দোকানের ও গুদামেব আশেপাশে ঘুরে বেড়াত। ডকের গুদামে নানা রকম খাদ্যদ্রব্য, ফলমূল মজুত হ'য়ে থাকত। যখনই এখান থেকে পচে যাওযার জন্য বা খারাপ হ'যে যাবার জন্য কোন কিছু বাইরে ফেলে দেওয়া

হ'ত, তখনি বাইবের ছেলে-মেযেবা কুকুরেব মত কাডাকাডি ক'রে সেই খাবার বা ফল-মূল খেযে নিত। (চার্লি চ্যাপলিনেব "মডার্ণ টাইমস্" নামক ছবিতে•এই বকম মর্ম্মান্তিক দৃশ্য তোমবা দেখতে পাবে।) এই রকম, একদিকে যেমন যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য গুদামে ব'সে পচ্‌ত, অন্যদিকে লোকে ছেলে পুলে নিযে না খেযে মরত, একদিকে যেমন গুদামে পোষাক-পরিচ্ছদ বোঝাই হ'যে থাকত, অন্যদিকে লক্ষ লক্ষ লোক শীতে কষ্ট পেত। শিশুবা শীতের বাতে ঠাণ্ডা হ'যে জমে যেত। বড বড বাডী খালি পডে থাকত, অথচ লোকে আশ্রয শূন্য হ'যে রাস্তায বাস্তায ঘুরে বেডাত। এমন কি ক্যাপিটালিষ্টবা বাজার নষ্ট হ'যে যাবে ব'লে, পণ্য কম দামে বিক্রী না ক'রে বা বিনা পযসায পণ্য বিলিযে না দিযে, সব সমুদ্রে ফেলে দিত বা পুডিযে ফেল্‌ত। এই রকম প্রাচুর্য্য ও দারিদ্র্য ক্যাপিটালিজমেব কৃপায পাশাপাশি অবস্থান করে। এই ব্যবসা-সঙ্কট ও লোকদের বেকার ক'বে দেওযা হ'ল—ক্যাপিটালিজমের দ্বিতীয ফল! ক্যাপিটালিষ্টবা এই ব্যবসা-সঙ্কট থেকে উদ্ধার পাবার জন্য বাডতি জিনিসপত্র নষ্ট ক'রে দেয। উৎপাদন-যন্ত্রের খানিকটা ধ্বংস ক'রে ফেলে এবং আরও বেশী ক'রে শ্রমিকদের কম মাইনে দিযে, বেশী ক'রে খাটাবার চেষ্টা করে। এব ফলে উৎপাদন-যন্ত্র খাটিযে কিছু দিনেব জন্য তাদেব আবার বেশ লাভ হ'তে থাকে। কিন্তু লাভ বেশ জেঁকে উঠবার আগেই

আবার ব্যবসা-সঙ্কট আরম্ভ হয়। এই রকম কিছুদিন অন্তর অন্তর ব্যবসা-সঙ্কট ক্যাপিটালিজমের একটা বিশেষ রীতি।

ক্যাপিটালিজমের তৃতীয় ফল হচ্ছে উৎপাদন ক্ষমতার অপপ্রয়োগ। পুঁজিবাদী কল মালিকেরা যে পণ্য তৈরী ক'রে যত বেশী লাভ পাবে, সেই পণ্য তত বেশী তৈরী করবে। কিন্তু এই লাভ আদায় ক'রতে হ'লে তাকে উৎপাদিত পণ্য বাজারে বিক্রী ক'রতে হবে। সুতরাং বাজারে যে জিনিসের বিক্রী নেই, সে জিনিস মালিকেরা কিছুতেই তৈরী ক'রবে না। সে জিনিস খুব আবশ্যকীয় হ'তে পারে, এমন কি সে জিনিস না পেলে মানুষ মরে যাবে এমনও হ'তে পারে, তবু কিন্তু পুঁজিবাদীরা তা তৈরী ক'রবে না, যদি তা বাজারে বিক্রী ক'রে তা থেকে তাদের কিছু লাভ না হয়। এদিকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী ক্রমেই গরীব হ'যে পড়ে। তাই তারা তাদের আবশ্যকীয় জিনিসপত্র বেশী দাম দিয়ে কিনতে পারে না। অপরদিকে ধনীদের হাতে যথেষ্ট পয়সা থাকায় তারা তাদের আবশ্যকীয় জিনিসপত্র কিনতে ত পারেই উপরন্তু নানা-প্রকার বিলাসিতার জিনিসপত্রের জন্যও বিশেষ ক'রে তাগিদ দিতে থাকে। ফলে খাদ্যদ্রব্য, কাপড় ইত্যাদি বাঁচবার পক্ষে প্রথম আবশ্যক যে জিনিসগুলো, সেগুলো যথেষ্ট পরিমাণে তৈরী না ক'রে, পুঁজিবাদীরা মোটর গাড়ী, সুন্দর বাড়ী,

বেডিও প্রভৃাত বিলাসিতার জিনিসপত্র তৈরী কবায়। কারণ এগুলো ধনীদের কাছে বেশ চড়া দামে' বিক্রী হবে। তাতে তাবা মোটা কাপড ও খাদ্যদ্রব্য তৈবীর চাইতে অনেক বেশী লাভ কবতে পাবে। পুঁজিবাদী-সমাজে তাই উৎপাদন ক্ষমতা এমন ভাবে ব্যবহার করা হয় যাতে মানুষেব সবচেয়ে আগে যে জিনিসগুলো দরকার সেগুলো তৈবী না হ'যে, ধনীদেব বিলাসিতার খোবাক যোগাবার জন্য জিনিসপত্র তৈবী হয। ফলে একদিকে কোটী কোটী লোক বুভূক্ষিত ও অর্দ্ধনগ্ন থেকে যায এবং অন্যদিকে বিলাসিতার চূড়ান্ত ব্যবস্থা কবা হয। একটা উদাবণ দিচ্ছি :—১৯৩১-৩৩ সালে ভযঙ্কর ব্যবসা-সঙ্কট হ'যেছিল বলেছি। তাতে সমস্ত পৃথিবীতে কোটী কোটী লোক বেকাব হ'যে গিযেছিল। এই সময়ে বিলাতেব অষ্টিন মোটবকাব কোম্পানী গর্ব্বেব সঙ্গে তাদের ইতিহাসে সবচেযে বেশী লাভ ঘোষণা কবে। কাবণ ধনীদের হাতে তখন বিস্তব টাকা। ব্যবসাযে সে টাকা তাবা খাটাতে পাচ্ছিল না—অন্যান্য ব্যবসাযে লাভ কমে গেছে বলে। তাই মোটরগাড়ী কিনে ও অন্যান্য বিলাসিতায তারা সে টাকাটা খরচ ক'বেছিল। আর অষ্টিন কোম্পানীও মোটরগাড়ী তৈবী ক'বেছিল খুব।

ক্যাপিটালিজমের চতুর্থ ফল হচ্ছে যুদ্ধ। যুদ্ধ কেন হয, তার কারণ আমবা এব পরেব অধ্যাযে এখন আলোচনা ক'রব।

[দুই]

ইম্পেরিয়ালিজম বা সাম্রাজ্যবাদ

আমরা দেখেছি পুঁজিবাদেব একটা বিশেষ প্রকৃতি হ'ল খুব দ্রুত পুঁজিব পবিমাণ বেড়ে যাওযা। পুঁজিব পবিমাণ বেড়ে যাওযাতে নূতন নূতন কল-কব্জা নূতন নূতন উৎপাদন-কৌশল আবিষ্কাব হয, এবং এব ফলে সমাজে যথেষ্ট পরিমাণে পণ্য তৈবী হ'তে থাকে। কিন্তু ক্যাপিটালিষ্টেব আয যে বকম পবিমাণে বাড়ে শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্ত লোকদেব আয সে বকম বাড়ে না। কাজেই পুঁজি বেড়ে গিযে অনেক বেশী বেশী জিনিসপত্র তৈবী হয বটে, কিন্তু লোকেব সেই সব জিনিসপত্র কিন্‌বাব ক্ষমতা তেমন বাড়ে না। এব ফলে, আমবা দেখেছি, ব্যবসা-সঙ্কট উপস্থিত হয। অর্থাৎ বাজাব অবিক্রীত পণ্যে বোঝাই হ'যে যায। দোকানে, দোকানে, গুদামে, গুদামে জিনিস-পত্র বোঝাই হ'যে প'ড়ে থাকে। হাজাব অভাব থাকলেও, হাজাব ক্ষুধা থাকলেও খাদ্য ও ক্ষুধিতেব মধ্যে টাকায প্রাচীব ব্যবধান সৃষ্টি ক'বে রাখে। এদিকে এই সব পণ্য বিক্রী না হ'লে ক্যাপিটালিষ্টদেব লাভ আদায কবা হয না। নিজেদের দেশের বাজারে যখন আর এই সব পণ্য

বিক্রী হয না, বাধ্য হয়েই পণ্য বিক্রী করার জন্য ক্যাপিটালিষ্টরা বাজারের খোঁজে বিদেশে বার হ'যে পড়ে। বাজারের খোঁজ ক'রতে ক'রতে এরা কি রকম দেশে এসে হাজির হয? যে দেশে ক্যাপিটালিষ্ট প্রথায় জিনিসপত্র তৈরী হয়, সে-রকম দেশে এসে তাদের কোন লাভ হয না। কারণ এ-সব দেশগুলোতে তাদের দেশের মতই অবিক্রীত পণ্যে বাজার বোঝাই হ'যে থাকে। সেখানে পণ্য বিক্রী করার কোন আশা থাকে না। কাজেই এরা, সেই সব দেশে এসে ভীড় করে, যে সব দেশে এখনও ক্যাপিটালিষ্ট প্রথা যথেষ্ট আঁকড়ে ধরেনি। এই সব পেছনে-পড়ে-থাকা অ-ক্যাপিটালিষ্ট দেশগুলোতে ক্যাপিটালিষ্টরা তখন তাদের অবিক্রীত পণ্য নিয়ে হাজির করে এবং সেখানে সব বিক্রী করার চেষ্টা ক'রতে থাকে। সব ক্যাপিটালিষ্ট দেশগুলোই যে যার পণ্য নিয়ে এসে এদের কাছে বিক্রী করতে চায। এই নিয়ে বিভিন্ন দেশের ক্যাপিটালিষ্টদের ভেতর প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয, ঝগড়াঝাঁটি হ'তে থাকে। তখন তারা এই দেশগুলোর গভর্ণমেন্ট অধিকার করার চেষ্টা ক'রতে থাকে। কারণ গভর্ণমেন্ট যে জাতির ক্যাপিটালিষ্টদের হাতে থাকবে, সে জাতির ব্যবসা-বাণিজ্যে খুব সুবিধে হবে; এবং এই গভর্ণমেন্টের ক্ষমতা লাগিযে অন্য দেশের ক্যাপিটালিষ্টদের যথেষ্ট নাস্তানাবুদ করা যাবে। ক্যাপিটালিষ্ট দেশগুলো তখন

যুদ্ধ ক'বে এই সব অ-ক্যাপিটালিষ্ট দেশগুলোকে হস্তগত 'ক'রে নেয। এই রকম ভাবে কোন পেছনে-পড়ে-থাকা, অ-ক্যাপিটালিষ্ট দেশ যখন কোন ক্যাপিটালিষ্ট দেশের হাতে চ'লে যায, তখন এই অধিকৃত পেছনে-পড়ে-থাকা দেশকে বলা হয, ঐ অধিকাবী ক্যাপিটালিষ্ট দেশেব "কলোনী" বা "উপনিবেশ।"

সব ক্যাপিটালিষ্ট দেশগুলোবই ক্যাপিটাল বেড়ে দিয়ে গিয়ে এমন একটা অবস্থায এসে প'ড়তে হয, যখন তাদের বাজাবে আব তাদেব পণ্য বিক্রী কবা সম্ভব হয না, তখন বাধ্য হযেই তাদেব কলোনীব খোঁজে বেরুতে হয। ক্যাপিটালিষ্ট দেশগুলোব বাজাব হিসেবে ব্যবহৃত হওযাই হল কলোনীব প্রথম আবশ্যকতা। এ-ছাড়াও কলোনীর ক্যাপিটালিষ্ট দেশেব জন্য অন্যান্য কতকগুলো প্রযোজন আছে। প্রথমতঃ, কলোনী থাকলে ক্যাপিটালিষ্ট দেশের কাবখানাগুলোব জন্য খুব সস্তা দামে এখান থেকে কাঁচা-মাল পাওযা যায। সস্তা-দামে কাঁচা-মাল পেলে, পণ্য তৈবীব খরচাও কম হয, এবং পণ্য তৈরীব খবচা কম হলে পণ্যেব দামও কম কবা যায। আর দাম কম হ'লে বিক্রী বেশী হয, এবং বিক্রী বেশী হ'লে লাভও বেশী হয। দ্বিতীয়তঃ, ক্যাপিটালিষ্ট দেশেব মজুবদেব জন্য সস্তা-দামে খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায। তার ফলে মজুবদেব মাইনে কম ক'রে দেওয়া যায। কারণ খাবার জিনিস-পত্রেব দাম বেশী

হ'লে, শ্রমিকদের মাইনেও বাড়াতে হয়, তা না হলে না খেয়ে মজুররা মারা যায়। আর খাবার-দাবার সস্তা হলে মজুরদের মাইনেও কম করে দেওয়া যায়। তৃতীয়তঃ, দেশে ক্যাপিটাল খুব বেড়ে গেলে, নূতন ক্যাপিটাল খাটাবার আর সুবিধে থাকে না। নূতন কোন কারখানা খু'ললে তাতে বেশী লাভ হয় না। ক্যাপিটালের পরিমাণ বেশী হ'য়ে গেলে, লাভের হারও কমে যেতে থাকে। কাজেই, দেশে ক্যাপিটাল খাটান আর লাভজনক হয় না। তখন ক্যাপিটাল খাটাবার জন্য ক্যাপিটালিষ্টরা জায়গা খুঁজতে থাকে। বস্তুতঃ তাদের অধিকারে যে সব কলোনী আছে, সেই সব কলোনীতেই তারা তাদের এই বাড়তি বা উদ্‌বৃত্ত ক্যাপিটাল খাটাবার সবচেয়ে নিরাপদ ও ভাল জায়গা পায়। কারণ এখানে তাদেরই গভর্ণমেণ্ট তার সমস্ত সৈন্য-সামন্ত নিয়ে তাদের ক্যাপিটাল রক্ষা ক'রবে। অন্য কোন জাতির কলোনীতে সে সুবিধা নাও পেতে পারে। উদ্‌বৃত্ত ক্যাপিটাল খাটানোর ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করা হ'ল কলোনীর তৃতীয় আবশ্যকতা। চতুর্থতঃ, কলোনী থাকলে ক্যাপিটালিষ্ট দেশগুলোর বেকার সমস্যা একটু লাঘব হয়। ওদের দেশের বেকার লোকেরা কলোনীতে গিয়ে নানা ভাবে যথেষ্ট আয় ক'রতে পারে। পঞ্চমতঃ, কলোনী থাকলে, দেশের শ্রমিকদেরও বেশ বশে রাখা যায়। কারণ কলোনীতে পণ্য বিক্রী করে প্রচুর লাভ হয়।

এই লাভের এক অংশ দিয়ে শ্রমিকদের হাতে রাখা যায়। এর ফলে শ্রমিকরা ক্ষেপে গিয়ে দেশে কোন গোলমাল করে না বা বিপ্লব আনে না। এই সব কারণে ক্যাপিটালিষ্ট দেশগুলোর কলোনীর খুব দরকার। কলোনী না পেলে উদ্‌বৃত্ত পণ্য বিক্রী হয় না, উদ্‌বৃত্ত মাল বিক্রী না হ'লে কল-কারখানা সব বন্ধ থাকে, কল-কারখানা বন্ধ থাকলে শ্রমিকরা বেকার থাকে, শ্রমিকবা বেকার থাকলে, আর খেতে না পেলে, রেগে গিযে বিপ্লব ক'বে ক্যাপিটালিষ্টদের হাত থেকে গভর্ণমেণ্ট কেড়ে নিযে নিজেদেব গভর্ণমেণ্ট স্থাপন ক'বে ক্যাপিটালিষ্টদের ধ্বংস ক'রে দিতে পারে। কাজেই কলোনী না পেলে ক্যাপিটালিজম্‌ টিকতে পারে না।

তাহলে ইম্পেবিযালিজমের মোটামুটি একটা সংজ্ঞা আমরা এখন দিতে পাবি। কোন ক্যাপিটালিষ্ট দেশ যখন উদ্‌বৃত্ত মাল বিক্রীর জন্য, উদ্‌বৃত্ত ক্যাপিটাল খাটাবার জন্য, সস্তায কাঁচামাল ও খাদ্যদ্রব্য কেনবাব জন্য, কোন পেছনে-পড়ে থাকা, অ-ক্যাপিটালিষ্ট দেশ দখল ক'রে নেয়, তখন সেই দখলকারী দেশকে বলা হয সাম্রাজ্যবাদী-দেশ; আর যে দেশ দখল ক'রে নেযা হয, সে দেশকে বলা হয় তার কলোনী।

সাম্রাজ্যবাদের প্রথম কাজই হ'ল কলোনীকে নিজের দেশেব মালপত্র বিক্রী ক'রবার জন্য বাজার হিসেবে ব্যবহার করা। কাজেই কলোনীর সাম্রাজ্যবাদী গভর্ণমেণ্ট কখনো

কলোনীতে এমন কোন পণ্য যথেষ্ট পরিমাণে তৈরী ক'রতে দিতে চায় না, যা তাদের দেশেও তৈরী হয়। এই জন্যে কলোনীতে খুব ভাল ক'রে বর্ত্তমান যুগের বড় বড় কল-কারখানা বসিয়ে জিনিসপত্র তৈরী ক'রবার ব্যবস্থা হয় না। তাদের শুধু খাদ্যদ্রব্য ও কাঁচামাল তৈরী ক'রতে উৎসাহ দেওয়া হয়, এবং ছোটোখাটো কল-কারখানা কিছু ক'রতে দেওয়া হয়। এর ফলে, এবং লোকসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে, দেশের লোকের দুর্দ্দশার একশেষ হয়। তাদের দারিদ্র্য ক্রমেই বেড়ে যেতে থাকে। ব্রিটেন একটা সাম্রাজ্যবাদী দেশ আর ভারতবর্ষ তার একটা কলোনী। ভারতবর্ষের লোকদের দিকে তাকালেই বুঝতে পারবে, এ-কথা কত সত্যি।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী-দেশের ক্যাপিটালিষ্ট যে একটু নিশ্চিন্তে ব'সে কলোনীর লোকদের শোষণ ক'রবে, তার অবসরও তারা পায় না। যে-সব ক্যাপিটালিষ্টদেশগুলোর কলোনী নেই, আমরা আগেই দেখেছি, কলোনীর জন্য তারা কাতর হ'য়ে পড়ে, এবং ইম্পেরিয়ালিষ্টদের দ্বারা অধিকৃত কলোনীর দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাতে থাকে, আর ইম্পেরিয়ালিষ্টদের কাছ থেকে এই কলোনীগুলো কেড়ে নেবার জন্যে গোপনে গোপনে যোগাড়-যন্ত্র ক'রতে থাকে। তারপর যখন তাদের যোগাড়-যন্ত্র শেষ হ'য়ে যায়, তখন সুযোগ বুঝে, ইম্পেরিয়ালিষ্ট দেশগুলোর উপর

ঝাঁপিযে পড়ে। কলোনীওযালা ইম্পেবিযালিষ্ট দেশে ও কলোনী-হীন ক্যাপিটালিষ্ট দেশের ভেতরে তখন ভীষণ যুদ্ধ আবম্ভ হ'যে যায। বৈজ্ঞানিকদের সাহায্য নিযে দুই দেশের ক্যাপিটালিষ্টবাই মানুষ খুন ক'রবাব যন্ত্রপাতি ও কল-কৌশল আবিষ্কার করে, ও সে-গুলোব সাহায্যে লক্ষ লক্ষ লোকের এমন কি ছোট ছোট ছেলে-মেযেদেব বধ ক'বে, তাদেব নিবাপরাধ বক্তে সবুজ পৃথিবী লাল ক'রে দিযে নিজেদেব লাভ ক'ববার প্রচণ্ড লোভ পূর্ণ ক'রতে চেষ্টা করে।

যুদ্ধ কিন্তু একবার হ'যেই শেষ হ'যে যায না। যে সব ক্যাপিটালিষ্ট দেশ যুদ্ধে হেবে যায, তাদের কলোনীগুলো যাবা জিতে, তাবা নিযে নেয। কিন্তু আমবা আগেই আলোচনা ক'বেছি—কলোনী না হ'লে ক্যাপিটালিজম্ বাঁচতে পারে না। তাই হেরে গেলেও এই সব হেবে-যাওযা-দেশগুলোর কলোনীব দরকার দূর হয না। কাজেই কিছু দিনেব ভেতরই তারা আবাব কলোনী-লাভের জন্যে উঠে-পড়ে লাগে। আবাব যুদ্ধ হয। এমনিভাবে চলতে থাকে যুদ্ধ ও কলোনীর ভাগাভাগি।

লাভের জন্য পণ্য তৈরী কবাই হ'ল ক্যাপিটালিজমের মূলসূত্র। এই লাভেব জন্য পণ্য তৈরী হয বলেই জনসাধাবণ ক্রমেই গরীব হ'যে পড়তে থাকে, আব ধনীদের পুঁজি বেড়ে যেতে থাকে। এর ফলে পণ্য যথেষ্ট পরিমাণে তৈরী হয,

কিন্তু বিক্রী হয় না। বাজার পণ্যে বোঝাই হ'যে যায়, ব্যবসা-সঙ্কট ও বেকার-সমস্যা দেখা দেয়। তখন ক্যাপিটালিষ্টরা কলোনীর খোঁজে বেরোয়। কলোনীর খোঁজ পেলে সাম্রাজ্যবাদ জন্ম নেয়। সাম্রাজ্যবাদের ফলে আসে যুদ্ধ। কাজেই যুদ্ধের মূল কারণ হ'চ্ছে সেই উৎপাদনযন্ত্রে ব্যক্তিগত অধিকাব ও লাভেব জন্য পণ্য উৎপাদন। এই দুইটি জিনিস যেদিন নষ্ট কবা যাবে, সেদিন যুদ্ধবিগ্রহও আব থাকবে না। তা না হ'লে কিছুদিন অন্তর অন্তব যুদ্ধ হওয়া অনিবার্য্য।

[তিন]

ফ্যাসিজম্ বা ফ্যাসিবাদ

তোমবা হয়ত শুনে থাকবে এই মহাযুদ্ধেব আগে ১৯১৪ সাল থেকে ১৯১৮ সাল অবধি আর একটা যুদ্ধ হ'যেছিল। এই যুদ্ধ হ'যেছিল প্রধানতঃ কলোনীওযালা ইংরাজ ও ফবাসীব সঙ্গে কলোনী-হীন জার্ম্মানীর। ইংবাজ ও ফবাসীবা জযলাভ ক'রবে এই ভেবে রুশদেশ ও ইটালী কলোনীব আশায তাদেব দলে যোগ দেয, এবং তুরস্ক যোগ দেয জার্ম্মানীব দলে। যুদ্ধের শেষের দিকে আমেবিকা এসে যোগ দিযেছিল ইংবাজ ও ফবাসীদের দলে। যুদ্ধে জার্ম্মানী হেরে যায়। তার সব কলোনীগুলো ইংরাজ ও

ফরাসীরা ভাগ-বাঁটোযারা ক'রে নেয। ইটালীর ভাগে বিশেষ কিছুই দেয় না; এবং রুশদেশে বিপ্লব হ'যে ক্যাপিটালিষ্টদের হাত থেকে ক্ষমতা শ্রমিকদের হাতে চলে যাওযায, রুশদেশকে 'ভদ্র' ক্যাপিটালিষ্ট সমাজ থেকে বিতাডিত করা হয। এইরূপে ইটালী ও জার্ম্মানী প্রায কলোনী-হীন দেশই থেকে যায।

কিন্তু যুদ্ধের পর থেকেই সব ক্যাপিটালিষ্ট দেশগুলোতে ভাঙ্গন লাগে। যুদ্ধেব পবই আবম্ভ হয ব্যবসা-সঙ্কট। হাজারে হাজাবে শ্রমিক বেকাব হ'যে পডে। কলোনী-ওযালা ক্যাপিটালিষ্ট দেশগুলো কলোনী থাকায অবস্থা কতকটা সাম্‌লে নেয। কিন্তু কলোনী-হীন দেশগুলোর দুর্দ্দশার চরম হ'তে থাকে। ইটালীতে শ্রমিকরা ক্ষেপে গিযে কল-মালিকদের তাডিযে দিযে কল-কারখানা অধিকার ক'রে বসে। শ্রমিকদেব এই আন্দোলন দেখে ক্যাপিটালিষ্টবা ঘাব্‌ডে যায। তারা তখন শ্রমিকদেব জব্দ ক'বে নিজেদের সম্পত্তি বক্ষার জন্য উঠে-পডে লাগে। এই কাজের জন্য একজন উপযুক্ত লোকেব সন্ধানও তারা পায। তার নাম মুসোলিনী। মুসোলিনী আগে শ্রমিকদেরই একজন নেতা ছিল। কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হ'লে ক্যাপিটালিষ্টদের পক্ষে গিযে নিজে যুদ্ধে যোগ দেয এবং শ্রমিকদেরও যুদ্ধে যোগ দিতে বলে। এর ফলে শ্রমিক দল থেকে তাকে তাডিয়ে দেওযা হয। যুদ্ধ থেকে এসে কি ক'রবে সে

ভাবছিল, এমন সময় শ্রমিকদের আক্রোশ থেকে ক্যাপিটালিষ্টদের রক্ষার ভার তাব ওপরে পড়ে। সে তখন শ্রমিকদের জব্দ করাব জন্য একটা দল তৈরী করে। এই দলের নাম হ'ল "ফ্যাসিষ্ট" দল। দেশের সকল ধনীরা এই দলকে সাহায্য ক'বতে থাকে। এর ফলে কিছু দিনের ভেতবই ফ্যাসিষ্ট-দল বেশ শক্তিশালী হ'যে ওঠে। কিন্তু শ্রমিকবা এই ফ্যাসিষ্ট-দলকে সাযেস্তা ক'ববার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা ক'বতে পাবল না। তাদেব নেতাবা নিজেদের নেতৃত্ব বজায় রাখার জন্য শ্রমিকদেব একসঙ্গে মিলিত ক'রে ফ্যাসিষ্টদেব বিরুদ্ধে দলবদ্ধ ক'রল না। ছোট ছোট দলে বিভক্ত হ'যে নিজেদের ভেতব গোলমাল ক'রেই তারা তাদের শক্তি ক্ষয ক'রল। ফলে ফ্যাসিষ্টরা অনাযাসে শ্রমিকদেব পরাজিত ক'রে দিল। ফ্যাক্টবী থেকে শ্রমিকদের বিতাড়িত ক'বে দিল, শ্রমিকদেব দলগুলোকে জোর ক'রে ভেঙ্গে দিল, তাদেব শ্রমিক-সঙ্ঘ বা ট্রেড্-ইউনিযনগুলোও ভেঙ্গে দিল এবং শ্রমিক নেতাদের মেরে ফেল্‌ল, কাউকে জেলে পুরে দিল, কেউ বা দেশ ছেড়ে পালিযে গেল। এইরূপে অত্যন্ত নৃসংশতার সঙ্গে শ্রমিক-আন্দোলনকে পরাজিত ক'রে, তারা ধনী-শ্রেণীর আশীর্ব্বাদ লাভ ক'রল এবং ধনী-শ্রেণীব সম্পত্তি রক্ষার পাহারাদাব হিসেবে ধনীরা তাদের হাতে দেশেব গভর্ণমেণ্ট তুলে দিল। মুসোলিনী ফ্যাসিষ্টদলের নেতাদের নিযে "ফ্যাসিষ্ট গ্রাণ্ড্ কাউন্সিল্" নামে

এক বৈঠক রচনা ক'রে তাদের সাহায্যে দেশের একচ্ছত্র শাসক হ'যে গেল।

শ্রমিক-আন্দোলন যাতে আবাব মাথা তুলে না দাঁড়াতে পারে, এবং কৃষকদেব ভেতবও যাতে অসন্তোষ বেড়ে না যায়, তাব জন্য তাদেব কল মালিকদেব ও জমিদাবদেব আওতায কতকগুলো সঙ্ঘ ক'বে তাব ভিতব ঢুকিযে দেওযা হ'ল। এই সঙ্ঘগুলোব নাম দেওযা হ'ল "কবপোরেশন।" এই কবপোবেশন তৈবী ক'বে দেশ থেকে বিপ্লবেব সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণরূপে দূর ক'রবাব একটা বন্দোবস্ত কবা হ'ল। শ্রমিক বিপ্লব থেকে ক্যাপিটালিষ্টদের বাঁচান হ'ল ফ্যাসিজমেব প্রথম কাজ। কলোনীহীন দেশগুলোয ফ্যাসিজমেব দ্বিতীয় কাজ হ'ল কলোনী আদায কবা। আমবা আগে দেখেছি, কলোনী না হ'লে ক্যাপিটালিজম্ বাঁচতে পারে না। কলোনী না পেলে ব্যবসা-সঙ্কট দেখা দেয, হাজার হাজাব শ্রমিক বেকাব হ'যে যায, শ্রমিক আন্দোলন শক্তিশালী হ'যে ওঠে। অবশেষে শ্রমিকরা ক্ষেপে গিযে ক্যাপিটালিষ্টদের হাত থেকে গভর্ণমেণ্ট কেড়ে নিযে উৎপাদন যন্ত্রগুলো তাদেব নিজেদেব ক'বে নেয। এইজন্য কলোনী না হ'লে ক্যাপিটালিজম্ বেশী দিন টিকতে পাবে না। ফ্যাসিষ্টবা যদিও শ্রমিক আন্দোলন জোব ক'রে ভেঙ্গে দিল, কিন্তু শ্রমিক আন্দোলন যাব জন্য সৃষ্টি হয সেই মূল কারণ দূব ক'রতে পারল না। কারণ, সেই মূল কারণ হচ্ছে

ক্যাপিটালিজম্ এবং ফ্যাসিষ্টদের সৃষ্টি হযেছিল শ্রমিকদের আক্রমণ থেকে ক্যাপিটালিজমকে বক্ষা কবাব জন্য। কাজেই—শ্রমিক-কৃষকদেব ক্রমেই গরীব হ'যে যাওযার জন্য ব্যবসা-সঙ্কট, হাজাব হাজাব শ্রমিকদেব বেকার হ'যে যাওযা—ক্যাপিটালিজমের এই সব সমস্যা দূব করা গেল না। ফ্যাসিষ্টবা তখন কলোনীর খোঁজে বেরুল। আমরা আগেই দেখেছি, কলোনী থাকলে এই সব সমস্যা অন্ততঃ কিছু দিনেব জন্য সমাধান কবা যায। কিন্তু গোলাকাব পৃথিবী তো আব সীমাহীন নয, যে নূতন দেশ খুঁজলেই পাওযা যাবে? কলোনীব উপযুক্ত যে সব দেশ ছিল, তা ইংরেজ ও ফবাসীবা ইতিমধ্যেই দখল ক'বে নিযেছিল। কাজেই তাদেব সঙ্গে যুদ্ধ ছাড়া আর গতি নেই। সুতবাং "যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও"—এই হ'ল ফ্যাসিষ্টদের মূলমন্ত্র। দেশকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত কবাই হ'ল তাদেব দ্বিতীয কাজ।

এই উদ্দেশ্যে তাবা যুদ্ধেব জযগান গাইতে সুরু ক'বল। ১৯১৪-১৯১৮ সালের যুদ্ধের নৃসংশতা ও বর্ব্ববতা দেখে লোকেব মনে যুদ্ধেব প্রতি একটা আন্তরিক ঘৃণা জন্মে গিযেছিল। সেই ঘৃণার ভাব দূব ক'বে যুদ্ধেব জন্য তাদের আবার ক্ষেপিযে তোলবার জন্য ফ্যাসিষ্টবা প্রাণপণে প্রচার কার্য্য আরম্ভ ক'বল। খুব ছোট ছোট ছেলেদেরও যুদ্ধ-ভাবাপন্ন ক'রে তুলবার জন্য ইস্কুল থেকেই তাদেব শেখান হ'তে লাগল, "যুদ্ধ মানুষকে সভ্য কবে, শান্তি মানুষকে

অমানুষ ক'রে দেয়।" "দেশের জন্য (অর্থাৎ কলোনীর জন্য) যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেওযার চেয়ে, গৌরবময মৃত্যু আর হ'তে পারে না" ইত্যাদি। সব জাযগায যুবকদের যুদ্ধ শেখান হ'তে লাগল। কলকাবখানায গোলাবারুদ ও যুদ্ধেব জিনিসপত্র বেশী ক'বে তৈবী ক'বতে লাগল।

ইটালীতে যে যে কাবণে ফ্যাসিজম্ দেখা দিল, ঠিক সেই সেই কাবণেই জার্ম্মানীতেও ফ্যাসিজম্ দেখা দিল। শুধু এখানে ফ্যাসিজম্, ফ্যাসিজম্ নাম না নিযে, নাৎসীজম্ নাম নিল। কিন্তু ফ্যাসিজম্ ও নাৎসীজমেব ভিতব আসল ব্যাপাবে কোন রকম বিভিন্নতা নেই। নাৎসীবাদ শুধু ফ্যাসিবাদ থেকে আবও বেশী উগ্র, আরও বেশী নৃশংস।

১৯১৮ সালের যুদ্ধেব শেষের দিকেই জার্ম্মানীব শ্রমিকবা যুদ্ধেব অসহ্য দুঃখ-কষ্ট সহ্য ক'বতে না পেবে, বিদ্রোহ কবে। কিন্তু কযেকজন শ্রমিকনেতাব বিশ্বাসঘাতকতাব ফলে এবং ইংরাজ ও ফবাসী ক্যাপিটালিষ্টদেব চাপে শ্রমিকদেব হাতে ক্ষমতা আসে না, ক্যাপিটালিষ্টদের হাতে থেকে যায। ক্যাপিটালিজম্ থেকে যাওযাব ফলে জনসাধাবণেব দাবিদ্র্য-বৃদ্ধি, ব্যবসা-সঙ্কট, অবিক্রীত মালে বাজাব বোঝাই হ'যে যাওযা, বেকাব শ্রমিকদেব সংখ্যাবৃদ্ধি ইত্যাদি সকল লক্ষণ-গুলোই প্রকাশ পেতে থাকে। এব উপরে আবার যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে অনেক টাকা বছরে বছরে ইংরাজ ও ফরাসীরা আদায় ক'রে নেওযায জনসাধারণের দুর্দ্দশা আরও

বেড়ে যায়। জার্ম্মানীর কোন কলোনী না থাকায় এই সব সমস্যার আংশিক সমাধানও হয় না। জনসাধারণেব ভেতর অসন্তোষ ক্রমেই বেড়ে যেতে থাকে। এর উপরে আবার মরাব উপর খাঁড়াব ঘার মত ১৯৩১ সালের প্রচণ্ড ব্যবসা-সঙ্কট এসে জার্ম্মানীর লোকদের দুর্দ্দশা আরও বাড়িযে দেয়। চারিদিকে অসন্তোষেব আগুন ছড়িযে পড়ে। শ্রমিকরা এই দুর্দ্দশা হ'তে বাঁচবাব উপায হিসেবে ক্যাপিটালিজমের ধ্বংস দাবী কবে, আর ক্যাপিটালিষ্টবা দাবী করে কলোনী ও শ্রমিক-আন্দোলনের ধ্বংস। শ্রমিক ও ধনিকের যুদ্ধ তীব্র হ'তে তীব্রতব হ'তে থাকে। ধনী-শ্রেণী হিট্‌লারের দলবলের ভেতব তাদেব পবিত্রাণ দেখতে পায। যুদ্ধে হেবে গিয়ে হিট্‌লাব "নাৎসী" বা "জাতীয সোসালিষ্ট" নাম দিযে একটি দল খোলে। ১৯৩১ সাল অবধি জার্ম্মানীতে তাবা বিশেষ পাত্তা পেত না। কিন্তু ১৯৩১ সাল থেকে জার্ম্মানীর ক্যাপিটালিষ্টবা দেখ্‌ল যে শ্রমিকরা যে-বকম সঙ্ঘবদ্ধ হ'যে যাচ্ছে তাতে শ্রমিক-আন্দোলন শীঘ্র ধ্বংস ক'রে না দিলে তাদের আব বক্ষা নেই। তাই হিট্‌লারের দলকে তারা সাহায্য ক'বতে লাগল। শুনা যায ব্রিটেনেব ও ফ্রান্সের ক্যাপিটালিষ্টবাও হিট্‌লাবকে টাকা-পযসা দিযে সাহায্য ক'বেছিল, যাতে জার্ম্মানীতে শ্রমিকরা ক্ষমতালাভ না ক'বতে পাবে। এই সব সাহায্যের ফলে হিট্‌লারের নাৎসী দল বেশ শক্তিশালী হ'যে উঠ্‌তে লাগল। শ্রমিকরা কিন্তু

তাদেব এ-বিপদের কথা বুঝতে পাবল না। জার্ম্মানীতে তখন দুটো বড শ্রমিকদল ছিল, একটাব নাম "সোসাল ডেমোক্রাটীক" দল ও অপবটার নাম "কম্যুনিষ্ট" দল। সোসাল ডেমোক্রাটীক দল ক্যাপিটালিজম্ একেবাবে ধ্বংস ক'বে না দিযে তাব সঙ্গে রফা ক'রে ধীবে ধীবে শ্রমিকদেব ক্ষমতা বাডাবাব পক্ষপাতী ছিল। অন্যদিকে কম্যুনিষ্টবা ক্যাপিটালিষ্টদেব ধ্বংস ক'বে দিযে শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট স্থাপন কবাব পক্ষপাতী ছিল। এই নিযে এ-দু'দলে ঝগডাঝাঁটী লেগেই ছিল। কিন্তু এব ফল হ'ল খুব খাবাপ, শ্রমিকবা বিভক্ত হ'যে বইল। এদিকে ক্যাপিটালিষ্টবা ক্রমেই নাৎসীদলে সঙ্ঘবদ্ধ হ'তে লাগল। কিন্তু হাজাব সঙ্ঘবদ্ধ হ'লেও দেশে ক্যাপিটালিষ্ট থাকে আব ক'জন? খুব অল্প ক'জন। কাজেই তাবা অন্যান্য শ্রেণীর সহযোগিতা না পেলে এবং শ্রমিকদেব ভেতব বিভেদ সৃষ্টি ক'বে দিতে না পাবলে বিশেষ কিছু ক'বতে পাবে না। কাজেই অন্যান্য শ্রেণীব লোকের সহানুভূতি পাবাব জন্য চালাক হিট্‌লাব তাব দলের প্রোগ্রামের ভেতব সব শ্রেণীব লোকের দাবী দাওযা কিছু কিছু ঢুকিযে নিল। যেমন কৃষকদেব তুষ্ট ক'ববাব জন্য বল্‌ল, "কৃষকদের ফসলের উপযুক্ত দাম দিতে হবে," "কৃষকদের সুদের হার কম ক'রে দিতে হবে।" শ্রমিকদেব সন্তুষ্ট ক'ববার জন্য বল্‌ল, "ক্যাপিটালিজমেব বিবোধিতা ক'রতে হবে।" ছোট ছোট দোকানদারদের হাত ক'ববার জন্য বল্‌ল,

"বড ব্যবসাদারদের ক্ষমতা লোপ ক'রতে হবে" ইত্যাদি। এ-ছাডা প্রত্যেক জার্ম্মানই ভার্সাই-সন্ধি-পত্রের (গত ১৯১৪-১৮ এব যুদ্ধে পবাজয স্বীকাব ক'বে ইংরাজ ও ফরাসীদেব সঙ্গে জার্ম্মানী যে সন্ধি কবে) বিরুদ্ধে মনে মনে বিদ্বেষ পোষণ ক'রত। হিট্‌লাব তাই ভার্সাই-সন্ধি-পত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাতে লাগল। যিহুদীদের বিরুদ্ধে ইউরোপের লোকেব অনেকদিন থেকে ঘৃণাভাব আছে, সেই ঘৃণা-ভাবটাকেও কাজে লাগাল। দেশের যত কিছু তুঃখ, তুর্দ্দশা তার কাবণ হিট্‌লাব প্রচাব ক'বতে লাগল ভার্সাই-সন্ধি, যিহুদী ও কম্যুনিষ্টরা। এমনি ক'বে জনসাধাবণেব বাজ-নৈতিক অজ্ঞতা ও কুসংস্কাব ভাঙ্গিযে নাৎসীবা দলে লোক সংগ্রহ ক'বতে লাগল। ১৯১৯ সালেব পর থেকে জার্ম্মান আইন-সভাব প্রত্যেক নির্ব্বাচনে হিট্‌লাবেব নাৎসীদলেব ও কম্যুনিষ্টদলেব ভোট সংখ্যা বেড়ে যেতে লাগল এবং জার্ম্মানীর অন্যান্য দলগুলোব ভোট সংখ্যা কমে যেতে লাগল। এর থেকে বোঝা যায ধনিক ও শ্রমিকেব ঝগডা অত্যন্ত তীব্র হ'যে উঠেছিল এবং জার্ম্মানীব প্রত্যেকেই হয ধনীর দিকে কিম্বা শ্রমিকেব দিকে যোগ দিচ্ছিল। দেশেব শ্রেণী-সংগ্রাম যখন এই বকম তীব্র হ'যে উঠ্‌ল, তখন জার্ম্মানীব ক্যাপিটালিষ্ট-শ্রেণী হিট্‌লাবের হাতে দেশের শাসন ভাব ছেড়ে দিল।

হিট্‌লাব শাসনভার পেযেই তার প্রথম কাজ শ্রমিক আন্দোলন ধ্বংস ক'বতে লেগে গেল। শ্রমিক নেতাদের

বিনা বিচারে "কন্‌সেন্‌ট্রেশান ক্যাম্প" নামক এক রকম জেলখানায় ধরে আটক ক'রে রাখল, অনেককে গোপনে হত্যা করা হ'ল। শুধু যে শ্রমিক নেতাবাই মারা বা ধরা প'ডল তা নয়, যারা নাৎসীদের বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ ক'রল, তারাও বিপদগ্রস্ত হ'ল। নাৎসী গুণ্ডাবা দলে দলে গিযে তাদের বাড়ীর ভেতর ঢুকে তাদের উপব অসম্ভব অত্যাচার ক'রতে লাগল। যিহুদীরাও এই অত্যাচাব ভোগেব উপযুক্ত অংশ গ্রহণ করে। বিখ্যাত যিহুদী বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন পালিযে নাৎসীদের হাত থেকে প্রাণ বাঁচালেন। এমনি যারা যাবা পালাতে পাবল, তারা বাঁচল, যাবা পাবল না, তাদের ধরে অত্যাচাব ক'বতে ক'বতে মেবে ফেলা হ'ল। এই বকম ভাবে অত্যাচাব ক'রে হিট্‌লাব তাব বিরুদ্ধপক্ষীয সব দল-গুলোকে ধ্বংস ক'বে নাৎসীদলেব একাধিপত্য বিস্তাব ক'বল, ফ্যাসিজমের যে প্রথম কাজ অর্থাৎ শ্রমিক আন্দোলনকে ধ্বংস ক'রে ক্যাপিটালিজমকে নিবাপদ করা, তা এই বকম নিষ্ঠুবতার ভিতব দিয়ে সাধিত হ'ল।

প্রথম কাজ শেষ ক'বে নাৎসীবা এবাব ফ্যাসিজমের দ্বিতীয কাজে লেগে গেল, অর্থাৎ কলোনী আদায ক'রে নেবার বন্দোবস্ত ক'রতে লাগল। কলোনী আদায ক'রতে গেলেই যুদ্ধের দরকাব হয। কাজেই জার্ম্মানজাতিকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত কবার কাজে নাৎসীরা উঠে পডে লেগে গেল। একদিকে যেমন দ্রুত যুদ্ধের জন্য অস্ত্র শস্ত্র, গোলা বারুদ

তৈরী ক'রতে লাগল, তেমনি লোকের মন যুদ্ধের জন্য ক্ষেপিয়ে তুলবারও চেষ্টা ক'রতে লাগল। ইটালীর ফ্যাসিষ্টদের মত জার্ম্মানীব নাৎসীবা যুদ্ধেব মহিমা কীর্ত্তন ছাডাও আর এক মতবাদ আবিষ্কাব ক'বল। এই মতবাদ অনুযায়ী তারা প্রত্যেক জার্ম্মানকে শেখাতে লাগল, "জার্ম্মানজাতি পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বড জাতি। আব সব জাতির উপর প্রভুত্ব ক'ববাব জন্য জার্ম্মানজাতি সৃষ্ট হ'যেছে। সুতবাং প্রত্যেক লোক যাব শিবায জার্ম্মান বক্ত বয, তাকে জার্ম্মান জাতির এই গৌববময কাজেব জন্য প্রাণ দিতে হবে।" সহজ কথায "প্রাণপণে যুদ্ধ ক'রে জার্ম্মান ক্যাপিটালিষ্টদেব জন্য কলোনী আদায ক'বে দাও"—এই হ'ল নাৎসী শিক্ষাব মূলমন্ত্র। এমনি ভাবে তাবা দেশকে যুদ্ধেব জন্য প্রস্তুত ক'বল এবং অন্ধ ও উগ্র দেশপ্রেমই তাদেব উদ্দেশ্য-সিদ্ধিব খোবাক যোগাল। মধ্যবিত্ত যুবকশ্রেণী বিশেষ ক'বে এই অন্ধদেশপ্রেমের বুলিতে সাডা দিল এবং সাম্রাজ্য-বিস্তাবেব কাজে ধনিকদেব হাতেব ক্রীডনক হ'যে পডল। তাবা ভেবে দেখল না, দেশপ্রেম মানে অপরেব দেশপ্রেম নষ্ট ক'বে দিযে অপবেব দেশ দখল কবা নয। খাঁটি দেশপ্রেম কখনও কোন প্রকাব সাম্রাজ্যবাদের হাতেব খেলাব পুতুল হ'তে পারে না। খাঁটি দেশপ্রেম মানে স্বাধীনতা, এক দেশেব স্বাধীনতা নষ্ট ক'বে দিযে আর এক দেশের স্বাধীনতা কখনও সম্ভব হয না। যাবা নিজের দেশকে বড ক'বতে গিযে অপব দেশকে

ছোট ক'বে দেয়, অন্য জাতের স্বাধীনতা নষ্ট ক'রে দেয় এবং অন্য দেশের লোকদেব উপব অযথা অত্যাচার করে, তাবা কখনও স্বাধীনতাকে সম্মান কবে না। আসলে নিজেব দেশের লোকদেরও স্বাধীনতা তাবা মুখেই স্বীকাব কবে, কাজে স্বীকাব কবে না। কিন্তু এত সব কথা জার্ম্মান যুবকবা ভেবে দেখল না। অন্ধ দেশপ্রেমের ভ্রান্ত আহ্বানে তাবা উত্তেজিত হ'যে যুদ্ধে ঝাঁপিযে পডল। ফলে স্বাধীনতা তাবা পেল না, স্বাধীনতাব টুঁটি টিপে তাকে তাবা ধ্বংস ক'বল। সাম্রাজ্যবাদেব যূপকাষ্ঠে স্বাধীনতাব নাম ক'বে, দেশেব নাম ক'বে, এই সব আদর্শনিষ্ঠ বিভ্রান্ত যুবকদেব বলি দেওযা হ'ল।

জাপানেও জাপানী-মার্কা ফ্যাসিবাদ স্থাপিত হ'ল একই বকমভাবে এবং এই তিন কলোনীহীন বাজ্যেব মধ্যে গভীব মিতালী স্থাপিত হ'ল, যাতে ক'বে তাবা পবস্পব কলোনী আদাযেব কাজে সাহায্য ক'বতে বাজী হ'ল। এমনি ভাবে আযোজন শেষ ক'বে তারা যুদ্ধ আবস্ত ক'রল। বর্ত্তমান যুদ্ধ এমনি ক'বেই আবস্ত হ'ল।

আমবা তা হ'লে দেখতে পাচ্ছি, ফ্যাসিজম ইটালী জার্ম্মানী ও জাপানে একই কাজেব জন্য স্থাপিত হ'যেছে। অবস্থা বিশেষে সামান্য অদল-বদল আছে, কিন্তু আসলে তারা সব এক। আমবা দেখেছি, ধনিক ও শ্রমিকদেব মধ্যে ঝগডা যখন খুব বেডে যায়, তখনই ধনী শ্রেণী খোলাখুলি ভাবে ফ্যাসিষ্টরূপ নেয এবং শ্রমিক আন্দোলন

ধ্বংস করাব চেষ্টা করে। যদি শ্রমিক শ্রেণী দ্বিধা বিভক্ত থাকে, তবে সহজেই ক্যাপিটালিষ্টরা শ্রমিকদেব হাবিযে দেয এবং তাদেব একাধিপত্য স্থাপন কবে। সুতরাং ফ্যাসিজমের দু'টো কারণ আমবা দেখতে পাচ্ছি, প্রথমতঃ শ্রেণী-সংগ্রামের তীব্রতা, দ্বিতীযতঃ শ্রমিক শ্রেণীব ভিতর একতাব অভাব। ফ্যাসিজমেব কাজ হ'লো দু'টো। প্রথম কাজ, শ্রমিক আন্দোলন ধ্বংস ক'বে বিপ্লবেব হাত থেকে ক্যাপিটালিজম্‌কে বাঁচানো , এবং দ্বিতীয কাজ, যুদ্ধ ক'বে কলোনী আদাযেব চেষ্টা ববা। সুতবাং ফ্যাসিবাদকে ক্যাপিটালিজম্ থেকে ভিন্ন ক'বে দেখলে ভুল ববা হবে। ক্যাপিটালিজম্ এক বিশেষ অবস্থায় এসে ফ্যাসিবাদে রূপ নেয মাত্র। ফ্যাসিজম্ ক্যাপিটালিজমের বিরুদ্ধে তো নযই, ববং ক্যাপিটালিজমকে বাঁচাবাব জন্যই এব সৃষ্টি। শ্রমিক বিপ্লবেব সম্ভাবনাকে ধ্বংস ক'বে দেবাব জন্য এবং কলোনী আদাযেব জন্য ক্যাপিটালিজমেব যে নগ্নরূপ, তাকেই আমরা ফ্যাসিজম্ বলতে পাবি।

ফ্যাসিজমেব ভবিষ্যৎ কি? ফ্যাসিজমেব উৎপত্তিব কাবণ যদি ভাল ক'বে বুঝে থাক তবে এ প্রশ্নেব উত্তব দেওযা কঠিন হবে না। পুঁজিবাদ যে সকল মূল সমস্যা সৃষ্টি কবে (যেমন ব্যবসা-সঙ্কট, বেকাব, ইত্যাদি) তার কোন সমাধান ক'বতে না পেবে পুঁজিবাদই ফ্যাসিবাদের রূপ নেয। কিন্তু ফ্যাসিবাদও কি এই সকল সমস্যা সমাধান

ক'রতে পারে ? না, পারে না। কারণ, ফ্যাসিবাদ এই সকল সমস্যা সমাধান করতে পারে না, তাই যুদ্ধ ক'রে কলোনী আদাযের চেষ্টা করে। কলোনী পেলেই সকল সমস্যার সমাধান হ'যে যাবে এই তারা ভাবে। কিন্তু এ রকমভাবে সমস্যা সমাধানের চেষ্টায দুদিক থেকে বিপদ আছে। প্রথমতঃ, যদি যুদ্ধে হেরে যায, তবে সমস্যার সমাধানত হযই না বরং উল্টো শ্রমিক বিপ্লব হ'যে দেশে ফ্যাসিবাদেব গোড়া শুদ্ধ উপড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে প্রচুব। যুদ্ধেব ফলে লোকের দুঃখ কষ্ট অসম্ভব বেড়ে যায। যতদিন অবধি ফ্যাসিষ্টরা যুদ্ধে জিত্তে থাকে ততদিন অবধি ফ্যাসিষ্টদেশের লোকেরা ভাবে—'দেশের গৌরব হ'চ্ছে এবং কলোনী পেলেই ভবিষ্যতে তাদের দুঃখ ঘুচবে', এই সব ভেবে সব দুঃখ কষ্ট ততদিন তারা সহ্য করে। কিন্তু যুদ্ধে হাবতে আরম্ভ ক'বলেই এ আশায ছাই পড়ে। অপবের দেশ জয করাকে যারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেশপ্রেম বলে ভাবত, তাবাও মুষড়ে পড়ে। চারিদিকে হতাশাব ভাব ছড়িযে পড়ে। ভবিষ্যতের স্বর্গ চুরমার হ'য়ে যাওযায বর্ত্তমানের দুঃখ কষ্ট সহ্য করার আগ্রহ কারও দেখা যায না। সুযোগ বুঝে শ্রমিক শ্রেণী মাথা চাড়া দিযে ওঠে এবং বিদ্রোহ ক'রে শাসন-ক্ষমতা হস্তগত ক'রবার চেষ্টা করে। দ্বিতীযতঃ, যুদ্ধে যদি ফ্যাসিবাদীরা জিতেও যায, তাহলেও বেশীদিন সুখে রাজত্ব করা ও কলোনীর লোকদের শোষণ করার সুবিধা ভোগ

ক'বতে পারে না। একদিকে কলোনীর লোকদের স্বাধীনতা আন্দোলন তীব্র হ'তে থাকে, অন্যদিকে আবাব কলোনীর বাজাবও শীঘ্র ফ্যাসিবাদী দেশেব উৎপাদিত পণ্যে বোঝাই হ'যে যায। ফলে আবাব ব্যবসা-সঙ্কট উপস্থিত হয, আবার লোক বেকার হ'যে যেতে থাকে এবং পুঁজিবাদী আমলের সকল সমস্যাই গুরুতর আকাবে দেখা দেয। সেই সমস্যা সমাধান ক'রতে না পাবায কলোনীতে এবং ফ্যাসিবাদীদের নিজেব দেশে শ্রমিক বিপ্লব দেখা দেয। এই বিপ্লবেব ধাক্কায ফ্যাসিবাদী-প্রথা ভেসে যায। সুতরাং দেখতে পাচ্ছ, ফ্যাসিবাদী-প্রথা সমাজে বেশীদিন টিকৃতে পাবে না। তার ভেতবকার বিষেব জ্বালায সে কিছুদিন খুব ছটফট করে বটে এবং দু'চারটে হুঙ্কারও ছাড়ে বটে, কিন্তু এই বিষই তাকে অচিরে ধ্বংস কবে দেয।

[চার]

সোস্যালিজম্ বা সমাজতন্ত্রবাদ

সোস্যালিজমের জন্ম ঃ

পৃথিবীর কোন কিছু স্থিব থাকে না, সবই বদলে যায। তেমনি আজকে যে পৃথিবীব বেশীর ভাগ দেশগুলোতে ক্যাপিটালিজম্ দেখ্ছ এমনটি চিবকাল ছিল না। একদিন ছিল, যখন মানুষ সবেমাত্র পশুত্বেব ধাপ থেকে মানুষের

ধাপে পা দিয়েছে, তখন মানুষ উৎপাদন-যন্ত্রে ব্যক্তিগত অধিকার কাকে বলে, এবং ব্যক্তিগত লাভের জন্য কি ক'রে জিনিসপত্র তৈরী হয়, তা কিছুই জান্‌ত না। সেই আদিম যুগে, মানুষ দলবদ্ধ হ'য়ে থাকত। পরস্পরের ভেতরে যাদের রক্তের যোগাযোগ ছিল, তারা এক একটা দল গঠন ক'রে একসঙ্গে বাস ক'রত। এই দলগুলোকে বলা হয় গোষ্ঠী বা "ট্রাইব"। ট্রাইবের সামান্য যা উৎপাদন-যন্ত্র, তীর-ধনুক, লাঠি-সোঁটা, তাতে ট্রাইবের সকলের অধিকার ছিল এবং তাই দিয়ে একসঙ্গে দলবদ্ধ হ'য়ে শিকার ক'রে এবং গাছের ফলমূল আহরণ ক'রে যা পেত তা সবাই এক সঙ্গেই ভোগ ক'রত। এমনি ক'রে বনে বনে ঘুরে তাদের জীবন কেটে যেত। এ রকম অবস্থায় থাকলে উৎপাদন-যন্ত্রে ব্যক্তিগত অধিকার বা ব্যক্তিগত লাভের জন্য উৎপাদন সম্ভব হয় না। তাই তারা সবাই এক সঙ্গে থাকত, এক সঙ্গে যা কিছু আয় ক'রত, এক সঙ্গে তা ভোগ ক'রত। এই জন্যে মানুষের এই অবস্থাকে বলা হয় আদিম কম্যুনিজম্ (Primitive Communism)

আদিম কম্যুনিজম্ বেশী দিন টিক্‌ল না। মানুষ নানা-রকম যন্ত্র-পাতি আবিষ্কার ক'রল, যাতে ক'রে তাদের জীবন-যাত্রা অনেকটা সহজ হ'য়ে এল। পশু-পক্ষী পোষ মানাতে শিখ্‌ল, গাছ-পালাও পোষ মানিয়ে নিল, অর্থাৎ চাষ-বাস শিখ্‌ল। এর ফলে আর বনে বনে মাংস ও ফল-মূলের জন্য

ঘুবে বেডাবার দরকাব হ'ল না। এক জাযগায বসেই সব পেল। কাজেই মানুষ তখন ভাল জাযগা দেখে বসতি ক'রল ও ঘব-বাডী বাঁধল। জাযগায জাযগায গ্রাম গডে উঠল। এই অবস্থাব প্রথম দিকেও সবাই পশু-পক্ষী, জাযগা জমি ও অন্যান্য উৎপাদন-যন্ত্রেব অধিকাবী ছিল এবং সবাই মিলে আবশ্যক জিনিস-পত্র তৈবী ক'বত ও ভোগ ক'বত। কিন্তু ধীবে ধীবে তাদেব ভিতব শ্রম-বিভাগ এসে দেখা দিল, অর্থাৎ, এক-একটা কাজ সবাই মিলে না ক'বে, এক-একজন ক'বে বা কযেকজন ক'বে ভাগ ক'বে দেওযা হ'ল। কাবণ, দেখা গেল যে এক এক জনকে শুধু এক একটা কাজ দিলে, সে সে-কাজটা খুব ভাল ভাবে ক'বতে পাবে এবং সেই কাজটা নিযে প'ডে থাকে ব'লে সেই কাজে সে খুব দক্ষতা লাভ করে। আব এই বকম ক'বে সমাজেব সব কাজগুলোই খুব ভাল ভাবে হ'যে যায। শ্রমবিভাগেব সঙ্গে সঙ্গে বিনিমযও আবস্ত হ'ল। প্রথম এক ট্রাইবেব যা কিছু বেশী জিনিস উদ্‌বৃত্ত থাকত, তা অন্যান্য ট্রাইবেব উদ্‌বৃত্ত জিনিসপত্রেব সঙ্গে অদল-বদল কবা হ'ত। শেষে এই কাজেব ভাবও পডল কযেকজন বিশেষজ্ঞেব উপর যাবা অন্যান্য ট্রাইবগুলোব সম্বন্ধে সব খববাখবব জানত। সমাজে লোকসংখ্যাও খুব বেডে যেতে লাগল। এই সব কারণে সমাজেব জিনিসপত্র তৈরীর ক্ষমতা খুব বেডে গেল এবং ধীরে ধীবে উৎপাদন-যন্ত্রে সকলেব অধিকাব আব রাখা গেল না, ব্যক্তিগত অধিকাব এসে দেখা

দিল। এমনি ক'রে আদিম-কম্যুনিজমের যুগ শেষ হ'য়ে গেল। সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকারের যুগ প্রতিষ্ঠা হ'ল।

সম্পত্তি যখন ব্যক্তিগত অধিকারে এসে গেল, তখন ধীরে ধীরে সমাজে নানা রকম শ্রেণী দেখা দিল। এর আগে কিন্তু সমাজে শ্রেণী বলে কিছু ছিল না। সকলের অবস্থাই এক রকম ছিল। উৎপাদন-যন্ত্রে সকলেরই সমান অধিকার ছিল, কাজেই শ্রেণী বলে আদিম-কম্যুনিজমের আমলে কিছু ছিল না। সম্পত্তিতে যখন ব্যক্তিগত অধিকার এসে গেল, তখন থেকেই সমাজে শ্রেণী দেখা দিল। উৎপাদন-যন্ত্রে কার কতখানি অধিকার বা কার কতখানি উৎপাদন-যন্ত্র (বা সম্পত্তি) আছে, তাই দিয়ে কে কোন্ শ্রেণীতে থাকবে তা ঠিক হয। এক দল লোক হ'ল, যাদের কোন সম্পত্তি থাকল না, তাদের বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় হ'ল শারীরিক পরিশ্রম। গতর খাটিয়ে কিছু আয় ক'রে তারা বেঁচে থাকল। আর একদল লোক হ'ল ঠিক এর উল্টো, তারা এত সম্পত্তির মালিক হ'ল যে, তাদের আর পরিশ্রম করার দরকার হ'ল না, সম্পত্তি থেকেই তারা প্রচুর আয় ক'রতে লাগল, এবং অপরের পরিশ্রমের উপরেই এরা বেঁচে রইল পরগাছার মত। এর মাঝামাঝি আবার অনেকগুলো শ্রেণী হ'ল, যাদের আয় কিছু সম্পত্তি থেকে হ'ত, আর কিছুটা হ'ত পরিশ্রম ক'রে। এমনি ভাবে নানা শ্রেণী হ'যে সমাজ ভাগ ভাগ হ'যে গেল।

যারা প্রচুব সম্পত্তির মালিক হ'ল তারা তাদের সম্পত্তি বক্ষাব জন্য "বাষ্ট্র" (State) নামে একটা সংগঠনের সৃষ্টি ক'বল। রাষ্ট্রেব কাজ হ'ল দু'বকম—এক, সমাজে যাদের উৎপাদন-যন্ত্রে কোন অধিকাব নেই, সেই সব সম্পত্তিহীন লোকদের আক্রমণ থেকে উৎপাদন-যন্ত্র বক্ষা কবা ও এই উৎপাদন-যন্ত্র তাদেব মালিকদেব জন্য চালু থেকে যাতে লাভ সৃষ্টি কবে তাব ব্যবস্থা কবা। দুই, বিদেশেব সম্পত্তি-ওযালাদেব আক্রমণ থেকে তাদেব সম্পত্তি বাঁচান। এই কাজ কবাব জন্য বাষ্ট্র দু'বকম ব্যবস্থা ক'বল। এক, উৎপাদন-যন্ত্র যাতে সম্পত্তিওযালাদের হাতছাডা না হ'যে যায এবং ঠিকমত তাদেব লাভেব জন্য চালু থাকে তাব উদ্দেশ্যে "আইন" তৈবী কবা। দুই, এই আইন যাতে ঠিক মত কাজে লাগে এবং সবাই মেনে চলে, সৈন্য, পুলিশ, গুপ্তচব, বিচাব, জেল প্রভৃতি বেখে, তাব ব্যবস্থা করা। উৎপাদন-যন্ত্র ঠিকমত চালু রাখতে হ'লে শ্রমিকদেব স্বাস্থ্য ভাল থাকা চাই, তাব দিকে লক্ষ্য রাখবাব জন্য বাষ্ট্র স্বাস্থ্য-বিভাগ খোলে। শ্রমিকদেব খানিকটা শিক্ষাও দেযা দবকাব, তাব জন্য শিক্ষা-বিভাগ, তাবা নিজেদের ভেতর মাবামাবি কাটাকাটি ক'বলে কাজেব ক্ষতি হয, তাই শান্তিবক্ষা বিভাগ ইত্যাদি খোলা হয। এমনি ক'বে বাষ্ট্র যে শ্রেণীর সম্পত্তিব মালিক, তাদের ক্ষমতা ও সম্পত্তি বক্ষাব জন্য পাহারাদাবী কবে। মোটামুটি বাষ্ট্র হ'ল একটা যন্ত্র-স্বরূপ, যা দিযে শাসক শ্রেণী-অন্যান্য

শ্রেণীগুলোকে বশে রাখে। এমনি ভাবে আদিম কম্যুনিজম ভেঙ্গে যাওয়ার পর, সম্পত্তির মালিক-শ্রেণী তাদের শাসন ও শোষণ বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্রের সৃষ্টি ক'রল , এবং রাষ্ট্রের সাহায্যে তাদের শাসন ও শোষণ বজায় রাখতে লাগল।

কিন্তু অন্যান্য শ্রেণীগুলো তাদের ওপরে এই কর্তৃত্ব মুখ বুজে সব সময় সহ্য ক'রল না। শাসক-শোষক শ্রেণী ও শাসিত-শোষিত শ্রেণীগুলোর মধ্যে ঝগড়া লেগেই থাকল। কখনও কখনও সে ঝগড়া প্রকাশ্যে ভীষণ আকার ধারণ ক'রে ফুটে উঠ্‌ত। কখনও বা তা টের পাওয়া যেত না। কিন্তু ঝগড়া লেগেই ছিল। এই শাসক-শোষক শ্রেণীর সঙ্গে শাসিত-শোষিত শ্রেণীর যে ঝগড়া, তাকেই বলে শ্রেণী-সংগ্রাম (Class Struggle) এই শ্রেণী-সংগ্রামের ফলে অনেকবার সমাজে শাসক-শাসিত শ্রেণীর অদল বদল হ'য়েছে। যারা নীচে পড়ে ছিল, তারা ওপরে উঠে গিয়ে শাসক-শ্রেণীকে ধ্বংস ক'রে দিয়ে নিজেরাই শাসক-শ্রেণী হ'য়েছে। ফরাসী বিপ্লবের কথা তোমরা বোধ হয় শুনে থাকবে। এই ফরাসী বিপ্লব এমনি একটা শাসক-শ্রেণী বদলের ঘটনা।

ফরাসী-বিপ্লবের আগে অবধি কৃষিকাজই সমাজের প্রধান পেশা ছিল এবং উৎপাদন-যন্ত্রের ভেতর জায়গা-জমিই ছিল সব চেয়ে প্রধান। কাজেই এর মালিক যারা, অর্থাৎ জমিদাররাই সমাজে রাজত্ব ক'রত। তারাই ছিল সমাজের সব চেয়ে উচ্চ স্তরে। তাদের নীচে আবার অনেক-

গুলি শ্রেণী ছিল, যেমন বণিক-শ্রেণী, শ্রমিক-শ্রেণী, কৃষক-শ্রেণী ইত্যাদি। এই সব শ্রেণীব উপর মোড়লী ক'রত জমিদাব-শ্রেণী। সেই জন্যে এই যুগকে বলা হ'ত 'জমিদার-তন্ত্র' বা 'ফিউডালিজম্'। কিন্তু এই ফিউডালিজমেব ভেতব থেকেই বণিক-শ্রেণী ধীবে ধীবে খুব শক্তিশালী হ'যে উঠ্‌তে লাগল। এই সময আমেবিকা ও ভাবতবর্ষে আসাব সমুদ্র-পথ আবিষ্কাব হ'ল। দেখতে দেখতে এই সব দেশ থেকে সোনা-রূপো এনে ও ব্যবসা-বাণিজ্য ক'বে বণিকদেব পুঁজি জমিদাবদেব চেয়ে অনেক বেশী বেড়ে গেল। আগে শ্রমিকবা কাবিকবদেব মত নিজেব নিজেব কুটিবে বসে, নিজে কাঁচামাল কিনে নিজেব সামান্য উৎপাদন-যন্ত্রেব সাহায্যে পণ্য তৈবী ক'বত, আব বণিকবা তাদেব কাছ থেকে এই সব পণ্য কিনে নিযে গিযে ব্যবসা-বাণিজ্য ক'বত। যখন বণিকদেব পুঁজি বেশ খানিকটা বেড়ে গেল, তখন বণিকবা নিজেবাই কাবখানা তৈবী ক'রে মজুব লাগিযে পণ্য তৈবী কবাতে লাগল। এতে ক'বে তাদেব লাভ অনেক বেশী হ'তে লাগল এবং যতই তাদের লাভ বেড়ে যেতে লাগল, ততই তাদেব পুঁজি বাড়তে লাগল এবং তাদেব ক্ষমতাও বেড়ে যেতে লাগল। প্রথমে ছোট ছোট কাবখানা খোলা হ'ল। দেখতে দেখতে সেগুলো বড় কাবখানায পবিণত হ'ল। তাতে নানা কল-কব্জা বসল। বাষ্পেব দ্বাবা চালু কল আবিষ্কাব হ'ল। উৎপাদন-ক্ষমতা এমনি ক'বে এত বেড়ে গেল যে, হাজার হাজাব পণ্য এই

সব কারখানায অতি অল্প সমযে তৈবী হ'যে যেতে লাগল। আব যতই উৎপাদন-ক্ষমতা বেডে যেতে লাগল, ততই বণিক-দলেব শক্তি বাডতে লাগল। কাবণ তাদেব পুঁজি, টাকা পযসা বেডে গেল অনেক। কিন্তু তখনও বাষ্ট্র ছিল জমিদারদেব হাতে। জমিদাববা নানা বকম ভাবে বণিকদেব জব্দ কবার চেষ্টা ক'বতে লাগল। এক জমিদাবী থেকে আব এক জমিদাবীতে মাল বিক্রী কবাব জন্য নিলেই ট্যাক্স আদায ক'বত। কৃষকবা যাতে জমি ছেডে কাবখানায চলে না যায তাব চেষ্টা ক'বত। এমনি ক'বে জমিদাবদেব হাতে বাষ্ট্র থাকায বণিকদেব অসুবিধা হ'ত খুব। কাজেই তখন তাবা বাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল কববাব জন্য উঠে-পডে লেগে গেল। আব শ্রমিক-কৃষকবাও জমিদাবদেব উপব সন্তুষ্ট ছিল না। তাবাও বণিকদের সঙ্গে যোগ দিল। এই সব শ্রেণীগুলো একসঙ্গে যোগ দিযে ফিউডালিজম্ ধ্বংস ক'বল। তাব জাযগায বসান হ'ল বণিকদেব বাজত্ব অর্থাৎ ক্যাপিটালিজম্। বণিকদের ওদেশে ব'লত "বাবগার্স" (Burghers) সেই থেকে ক্যাপিটালিষ্টদেব নাম হ'যেছে 'বুর্জ্জোযা'। আব শ্রমিকদের নাম হ'ল 'প্রোলেটাবিযাট' বা সর্ব্বহাবা। জমিদাবদেব হাত থেকে বাষ্ট্র-ক্ষমতা বুর্জ্জোযাদেব হাতে চলে যাওযাই হ'ল ফবাসী-বিপ্লবেব আসল কথা।

ইউবোপেব সব দেশেই এই বকম ছোট-খাট বিপ্লবের ভেতর দিযে বুর্জ্জোযারা বাষ্ট্র-ক্ষমতা পেল। রাষ্ট্র-ক্ষমতা

পেযে তারা এবার পৃথিবীটাকে তাদেব নিজেদের মত ক'বে গুছিযে-গাছিযে নেবার চেষ্টা ক'বতে লাগল। আইন-কানুন বদলে গেল, সমাজের বীতিনীতি বদলে গেল। পুবনো ধাবণাগুলো অবধি আর টিকল না। এমনি ক'বে শুধু যে পণ্য উৎপাদনের উপায বদলে গেল তা নয, মানুষের জীবনেব সব কিছুই উলোট-পালট হযে গেল। এক নূতন সভ্যতাব সৃষ্টি হ'ল—'বুর্জোযা সভ্যতা'।

বুর্জোযাবা তাদেব নিজেদেব সুবিধে অনুযাযী পৃথিবীটাকে গডে নিল বটে, কিন্তু নিশ্চিন্তে ব'সে পৃথিবী ভোগ কবা আব তাদেব হ'যে উঠল না। আমরা একেব অধ্যাযে দেখেছি ক্যাপিটালিজম্ মানেই হচ্ছে উৎপাদন-যন্ত্রে ব্যক্তিগত অধিকার ও ব্যক্তিগত লাভেব জন্য এই উৎপাদন-যন্ত্র ব্যবহাব ক'বে পণ্য উৎপাদন। কিন্তু উৎপাদন-যন্ত্র ব্যবহার ক'বে পণ্য উৎপাদন ক'বতে গেলে শ্রমিকদেব সাহায্য ছাডা তা হয না। কাজেই লাভ সৃষ্টি ক'বতে গেলে শ্রমিকদেরও সৃষ্টি ক'বতে হয। আব পুঁজি যত বেডে যেতে থাকে শ্রমিকদেব সংখ্যাও তত বেডে যেতে থাকে। আগে ছোট কাবখানায যেখানে ১০০ শ্রমিক কাজ ক'বত এখন সেখানে হযত হাজাবে হাজাবে শ্রমিক কাজ ক'বতে থাকে। কিন্তু শ্রমিকবা হাজার পবিশ্রম কবা সত্বেও শ্রেণী হিসেবে গরীব হ'যে যেতে থাকে। তার উপর আবার বেকার হ'যে গিযে যেটুকু তার সামান্য আয তাও বন্ধ হযে যাবার ভয় থাকে।

এই সব কাবণে শ্রমিকদেব মধ্যে অসন্তোষ ক্রমেই বেড়ে যেতে থাকে। আব তাদেব একতাও বেড়ে যায়। প্রথম প্রথম তাবা চাকবিব জন্য পবস্পরেব সঙ্গে প্রতিযোগিতা কবে। কিন্তু শীঘ্রই দেখতে পায় যে তাদের সকলেই সমান দুঃখে দুঃখী, তাদেব সকলেব ভাগ্যই এক সূতোয গাঁথা, তাবা সকলেই সমান ভাবে কল মালিকদেব দ্বাবা অত্যাচাবিত ও শোষিত। কাজেই তাবা একতাবদ্ধ হ'যে তাদেব সকলেব যে শত্রু, তাব বিরুদ্ধে লডবাব জন্য প্রতিজ্ঞা কবে। এমনি কবে একদিকে যেমন তাদেব সংখ্যা বেড়ে যেতে থাকে তেমনি ক্যাপিটালিষ্ট্‌দেব সঙ্গে যুঝতে-যুঝতে তাদেব একতা বেড়ে যায়, তাদেব শ্রেণীচেতনা বেড়ে যায়। ক্রমে ক্রমে তাবা দেখতে পায যে উৎপাদন-যন্ত্রে তাদেব অধিকাব স্থাপন না কবা অবধি তাদেব অবস্থাব সত্যিকাব প্রতিকাব সম্ভব নয় এবং বাষ্ট্র-ক্ষমতা না পাওযা অবধি উৎপাদন-যন্ত্রে অধিকার স্থাপন কবা যায না। তাই তাবা তখন গভর্ণমেণ্ট দখল কবার চেষ্টা করে। বুর্জ্জোযা শ্রেণীব অনেকে বুর্জ্জোযা শ্রেণীর সত্যিকাব পবিচয পেযে তাদেব দল ছেড়ে শ্রমিকদেব দলে যোগ দেয। কৃষক ও অন্যান্য উৎপীড়িত শ্রেণীগুলোও এসে শ্রমিকদেব সঙ্গে যোগ দেয। এমনি ক'বে তাবা ক্রমেই শক্তিশালী হ'তে থাকে। ওদিকে বুর্জ্জোযা শ্রেণীও সঙ্ঘবদ্ধ হ'তে থাকে। এই জন্য সমাজে তীব্র শ্রেণী-সংঘর্ষ উপস্থিত হয। যে সব বুর্জ্জোযা দেশগুলোর

কলোনী আছে, সে সব বুর্জ্জোযা দেশে ক্যাপিটালিষ্টরা কলোনীব লোকদেব শোষণ ক'বে তাদেব দেশেব শ্রমিকদেব তাব এক অংশ দিযে তাদেব ঠাণ্ডা কবাব চেষ্টা কবে। কিন্তু এ পন্থা বেশী দিন চলে না, কাবণ কলোনীব লোকেবাও গবীব হযে পডায কলোনীতেও মাল বিক্রী বন্ধ হ'যে যায। তখন কলোনী থেকেও বিশেষ কিছু আয হয না। আব যে সব দেশেব কলোনী নেই তাবা ত এ উপাযে শ্রমিকদেব তুষ্ট ক'বতে পাবেই না। কাজেই শ্রেণী-সংগ্রাম তীব্র হতে তীব্রতব হতে থাকে। তখন বুর্জ্জোযাবা খোলাখুলি ভাবে জোব প্রযোগ ক'বে শ্রমিকদেব ঠেঙ্গিযে দেবাব চেষ্টা কবে। ক্যাপিটালিজমেব এই রূপেব নাম আমবা দেখেছি, ফ্যাসিজম্। কিন্তু এ উপাযেও বেশী দিন শ্রেণী-সংগ্রাম বন্ধ বাখা যায না। কাবণ বোগেব যে মূল-কাবণ, অর্থাৎ ক্যাপিটালিজম্, তা' দূব না হ'লে শুধু উপসর্গগুলোকে চেপে আব ক'দিন বন্ধ ক'বে বাখা যায? তাই ক্যাপিটালিজমেব সব লক্ষণগুলোই আবাব প্রকাশ পেতে থাকে। ব্যবসা-সঙ্কট হ'তে থাকে, বেকাব-সংখ্যা বেড়ে যায। এব ফলে শ্রেণী-সংগ্রাম আবাব মাথাঝাবা দিযে ওঠে। এমনি ক'রে শ্রেণী-সংগ্রাম চলতে চলতে এমন একটা সময আসে যখন শ্রমিক-শ্রেণী ক্যাপিটালিষ্টদেব কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেয। উৎপাদন-যন্ত্রে ব্যক্তিগত অধিকার ধ্বংস ক'রে দিযে তার জাযগায সমাজেব সকলের অধিকাবে এগুলোকে নিযে

আসে এবং লাভেব জন্য পণ্য তৈরী না ক'রে সকলেব ব্যবহারের জন্য তৈরী ক'বতে থাকে। এক কথায সোশ্যালিজম্ প্রতিষ্ঠা করে।

সোশ্যালিজমের পরিচয়:

ক্যাপিটালিজমের গোড়ার কথা যেমন উৎপাদন যন্ত্রে ব্যক্তিগত অধিকাব, তেমনি সোশ্যালিজমেব গোড়াব কথা হ'ল উৎপাদন-যন্ত্রে সমাজেব সকলেব সমান অধিকাব। সোশ্যালিষ্ট সমাজে প্রধান উৎপাদন-যন্ত্রগুলো ব্যক্তিবিশেষেব থাকে না, জন-সাধাবণেব সম্পত্তি হয। ক্যাপিটালিষ্ট সমাজে এই উৎপাদন-যন্ত্রগুলো তাদেব মালিকদের লাভেব জন্য ব্যবহৃত হয, কিন্তু সোশ্যালিষ্ট সমাজে এগুলো সকলেব সুবিধেব জন্য ব্যবহৃত হয। ক্যাপিটালিষ্ট সমাজে জিনিস-পত্র তৈরী হয উৎপাদন-যন্ত্রেব মালিকদেব লাভেব জন্য। জন-সাধাবণের অভাব মেটাবাব জন্যে জিনিস-পত্র প্রধানতঃ তৈবী হয না, প্রধানতঃ লাভেব জন্য তৈবী হয়। জিনিষ-পত্র জনসাধারণের অভাব যদি মেটায তবে সেটা কতকটা আকস্মিক ব্যাপাবেব মত। সোশ্যালিষ্ট সমাজে লাভেব কথাই ওঠে না। জিনিস-পত্র সেখানে তৈবী হয, যেহেতু এই সব জিনিস-পত্র মানুষেব ভাল ভাবে বেঁচে থাকবার পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক, সেই জন্য। এক কথায, ক্যাপিটালিষ্ট সমাজে জিনিস-পত্র তৈবী হয লাভেব জন্য, সোশ্যালিষ্ট সমাজে তৈরী হয় ব্যবহাবের জন্য।

সোস্যালিষ্ট-সমাজে উৎপাদন :

এখন কথা হচ্ছে এই, সোস্যালিষ্ট-সমাজে কি ক'রে জিনিস-পত্র উৎপাদিত হয় ? ক্যাপিটালিষ্ট-সমাজে উৎপাদন-যন্ত্রের মালিকরা উৎপাদন-যন্ত্র ব্যবহার ক'রে পণ্য তৈরী করে, কারণ তাতে তাদের লাভ হয় যথেষ্ট এবং সেই সব জিনিসই তারা তৈরী করে, যেগুলোতে তারা লাভের আশা রাখে। কিন্তু সোস্যালিষ্ট-সমাজে এই উৎপাদন-যন্ত্রগুলো কারা চালু করবে এবং কি কি জিনিস তৈরী করা হবে, তাই বা কি ক'রে ঠিক ক'রবে ? তোমাদের আগে বলেছি, রুশ দেশে গত মহাযুদ্ধের সময়ে ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে এক বিপ্লব হয় এবং এই বিপ্লবের ফলে শ্রমিকরা সেখানে ক্ষমতা পেয়ে ধীরে ধীরে সোস্যালিজম্ স্থাপন করে। ওদের দেশে কিরকম ভাবে জিনিস-পত্র তৈরী হয়, তা জান্‌লেই সোস্যালিষ্ট-সমাজে কিরকম ভাবে জিনিস-পত্র তৈরী হয়, তা জানা যাবে। সোভিয়েটে আইন তৈরী করার যে সভা আছে, সেই সভা থেকে কয়েকজন নিয়ে, কয়েকজন ইঞ্জিনিয়ার ও অন্যান্য লোক—যাঁরা এ-সব ব্যাপার ভাল বোঝেন—তাঁদের নিয়ে ও শ্রমিকদের পক্ষ থেকে কয়েকজনকে নিয়ে একটা কমিটি-গোছের করা হ'য়েছে। এর নাম হ'ল "কেন্দ্রীয় প্লানিং কমিশন।" সংক্ষেপে একে বলা হয় "গস্‌প্লান্।" এই গস্‌প্লান্ দেশে কত কাঁচা-মাল তৈরী হ'তে পারে, কত শ্রমিক আছে কত ইঞ্জিনিয়ার আছে,

উৎপাদন-যন্ত্রেব পরিমাণ কত, ইত্যাদিব একটা মোট হিসেব করে। তাব পবে, তাব আগেব আগেব বছব কোন জিনিস কত তৈবী হ'যেছিল, কোন্ জিনিস লোকেবা কত বেশী পবিমাণে চায, কোন্ জিনিস লোকদেব বেশী পছন্দ- এই সব খোঁজ-খবব ক'বে, কি কি জিনিস আস্ছে বছব দবকাব হবে এবং কতটা দবকাব হবে, তাব একটা হিসেব করে। তাবপবে যতটা উৎপাদন-যন্ত্র তাদেব আছে এবং যতগুলো জিনিস-পত্র দবকাব হবে তাব ভেতব একটা সামঞ্জস্য বেখে আসছে পাঁচ বছব কোন কোন কাবখানায বা কৃষিফার্মে কতটা জিনিস তৈবী ক'বতে হবে তাব একটা "প্লান" বা পবিকল্পনা তৈবী কবে। এটাকে বলে "ড্রাফ্‌ট্ প্লান" বা প্লানেব খস্ড়া। এই ড্রাফ্‌ট্ প্লান তাবপব প্রত্যেক জেলায "গস্প্লানেব" যে শাখা আছে, তাদেব কাছে পাঠিযে দেয। তাবা এটাকে ভাল ক'বে পবীক্ষা ক'বে দেখে, কোথাও কোন ভুল আছে কিনা, কোনও জিনিস তাবা আবও বেশী ক'বে সেই জেলা থেকে তৈবী ক'বতে পাবে কিনা বা কোনও জিনিস তাদেব যা ক্ষমতা তাব চেযে অনেক বেশী তৈরী ক'বতে বলা হ'যেছে কিনা। এই বকম ভাবে জেল প্লানিং কমিশনগুলো তাদের মতামত জুড়ে দিযে সেগুলোবে সব কাবখানায কাবখানায বা কৃষিফার্মে পাঠিযে দেয কাবখানার শ্রমিকদের পক্ষ থেকে ছ'একজন কারখানা ম্যানেজার ও ইঞ্জিনিযার নিযে আবার একটা ফ্যাক্টরী-কমিটি

বসে। সেই ফ্যাক্টরী-কমিটি তাদেব কত জিনিস তৈবীব ভাব দেওযা হ'যেছে, এবং কি কি কাঁচা-মাল, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি দেওযা হ'যেছে, এই সব দেখে তাদেব মতামত ব্যক্ত ক'বে সকল শ্রমিকদেব একটা মিটিং কবে। সেখানে শ্রমিকদেব ভেতব খোলাখুলি ভাবে সব আলোচনা হয। শুধু যে শ্রমিকদেব সভায এই পঞ্চবার্ষিক প্লানেব খসডা আলোচিত হয তা নয, খববেব কাগজে এই সময তুমুল আলোচনা চলতে থাকে এই প্লান নিযে। এই বিষযে যার যত আপত্তি আছে, বা বলবাব কিছু আছে, সব খববের কাগজ মাবফৎ বা শ্রমিকদেব এই খোলা মিটিংএ বলতে পাবে। এই সব উৎপাদিত জিনিস-পত্র ব্যবহাব কবে যারা, তাদেব পক্ষ থেকেও আলোচনা হয এবং তাবাও নানা বকম প্রস্তাব ও পবামর্শ দেয। এমনি ভাবে শ্রমিকদেব খোলা মিটিংএ সে আলোচনা শেষ হবাব পব শ্রমিকদেব মতামত যোগ ক'বে দিযে ড্রাফ্‌ট্-প্লানটা তারা ফেবত পাঠায জেলা প্লানিং কমিশনেব কাছে। তাবা আবাব পাঠিযে দেয গস্‌প্লানের কাছে, গস্‌প্লান তখন সেই সব মতামত বিচাব ক'বে একটা শেষ ড্রাফ্‌ট্ প্লান-বচনা কবে এবং সেটা আইন-সভাব কাছে বাখে। আইন-সভা সেটা নিযে আলোচনা ক'বে কিছু অদল-বদল ক'বে সেটা পাশ ক'বে দেয। তখন সেই প্লান অনুযাযী দেশে জিনিস-পত্র তৈরী হ'তে থাকে।

অনেকেব ধাবণা সোস্যালিষ্ট্-সমাজের যাবা কর্ম্মকর্ত্তা,

তারা যা বলেন জন-সাধারণকে তাই ক'রতে হয। তারা যদি বলেন, মেযেরা সব লাল-শাড়ী পববে, কেউ নীল-শাড়ী পবতে পাবে না, তাহ'লে লাল-শাড়ী ছাড়া আব কোন রকম শাড়ী তৈরী হবে না। কাজেই বাধ্য হ'যে ভাল না লাগলেও সবাইকে লাল-শাড়ী পবতে হবে। প্লান কি বকম ভাবে তৈবী হয, তা যদি বুঝে থাক, তা হ'লে এ-ধাবণা যে ভুল তা আব আলাদা ক'বে বুঝিযে বলতে হবে না। কেন না এই প্লান তৈবীব সময সবাই তাদের মতামত ব্যক্ত কবাব সম্পূর্ণ সুযোগ পায। কাজেই তখন ব্যবহাবকাবীদেব সভায বা খবর-কাগজ মাবফৎ শুধু লাল-শাড়ী তৈবীব বিরুদ্ধে যে সব মেযেবা, তারা তাদেব প্রতিবাদ জানাবে। এই প্রতিবাদেব ফলে অন্যান্য বংযের শাড়ীও তৈবী হ'বে। এমনি ভাবে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায সম্পূর্ণরূপে জন-সাধাবণের মতামত নিযে জিনিস-পত্র তৈবী হ'তে থাকে।

সোভিযেট দেশে সব বড় বড় কাবখানাগুলোই গভর্ণ-মেণ্টেব হাতে এবং গভর্ণমেণ্টেব অনেক কৃষি-ফার্মও আছে। এ ছাড়া যে সব শ্রমিক গভর্ণমেণ্টেব কাবখানায কাজ ক'বতে চায না, তাবা তাদেব নিজেদেব কো-অপাবেটিভ কাবখানা খুলতে পাবে। এই বকম অনেক কো-অপাবেটিভ কাবখানাও ওদেশে আছে। এ-গুলোকে ওরা বলে 'ইন্‌কপ্‌স্' (Incops) কৃষকবাও আবাব নিজেব নিজেব জমি চাষ ক'বতে পারে বা অনেকে মিলে "যুক্তফার্ম" (Collective Farms) খুলতে

পারে। এ-গুলোকে ওরা বলে 'কোল্‌খস্‌' (Kolkhos) এই সব ইন্‌কপ্‌স্‌ বা কোল্‌খস্‌ তাদের নিজেদের পণ্য নিজেরাই বাজাবে বিক্রী ক'রতে পাবে এবং ক্রেতাবাও যেখান থেকে ইচ্ছা কিনতে পাবে। কাজেই দেখতে পাচ্ছ সোভিয়েট দেশে উৎপাদন-প্রণালীব কোথাও জোব ক'রে কিছু কবা হয না। ব্যাপাবটা সম্পূর্ণ জনসাধাবণেব স্বাধীন ইচ্ছাব উপব নির্ভব কবে ও সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক।

প্লানিংয়ের ফল :

ব্যবহাবেব জন্য জিনিস-পত্র তৈবী হয বলে এবং প্লান ক'বে সব তৈবী হয বলে ক্যাপিটালিষ্ট্‌ উৎপাদন প্রথায যেসব গোলমাল দেখা যায, সোস্যালিষ্ট্‌ উৎপাদন প্রথায সেগুলো আব থাকে না। ধন সম্পত্তি যা তৈবী হয তাব কিছুটা গভর্ণমেণ্ট দেশের শিক্ষা, চিকিৎসা, স্বাস্থ্যোন্নতিব ব্যবস্থা ক'বাব জন্য ও উৎপাদন-যন্ত্র আবও বাডান এবং গভর্ণমেণ্ট চালাবাব খবচা হিসেবে বাদ দিযে বাকীটা সব জনসাধারণের মধ্যে বণ্টন ক'বে দিতে পাবে। কাবণ জিনিস-পত্র ত আব এখানে লাভেব জন্য তৈবী হয না যে, লাভ না হ'লে আব বিক্রী না ক'বে গুদামে বন্ধ ক'বে রাখা হবে বা নষ্ট ক'বে দেযা হবে ? এই জন্য সোস্যালিষ্ট্‌-সমাজে কখনও অবিক্রীত জিনিসে বাজাব বোঝাই হ'যে থাকে না এবং তাব পাশেই লোক না খেতে পেযে, না পবতে পেযে মাবা যায না। জিনিস-পত্র তৈবী হ'তে না হ'তেই লোকে তা কিনে নেয। এব ফলে

কখনও ব্যবসা-সঙ্কট দেখা দেয না। কাবখানা দিনরাত চালু বেখেও লোকেব অভাব মেটান কষ্টকব হয। শ্রমিকবা কখনও বেকাব হয না। তাদেব অবস্থাব উন্নতি হ'তেই থাকে। এই জন্য গত ১৯২৯ সাল থেকে ১৯৩৩ সাল অবধি যখন সমস্ত ক্যাপিটালিষ্ট্ দেশগুলো ব্যবসা-সঙ্কটে ধ্বসে পডবার উপক্রম হ'যেছিল, সোভিযেট দেশে তখন দিনবাত কাজ ক'বেও তাদের কারখানাগুলো লোকেব চাহিদা মেটাবার মত যথেষ্ট জিনিস তৈবী ক'বে উঠতে পাবছিল না। সমস্ত পৃথিবীতে যখন লক্ষ লক্ষ লোক বেকাব হ'যে যাচ্ছিল, তখন সোভিযেট দেশে শ্রমিকেব অভাবে কাবখানা আবও বাডান যাচ্ছিল না।

সোস্যালিষ্ট্ প্রণালীতে জিনিসপত্র তৈবী হবাব আব একটা বড সুফল হচ্ছে এই যে, জিনিসপত্র দেশেব বাজাবে অবিক্রীত হ'যে প'ডে থাকে না বলে জিনিস বিক্রীব জন্য কলোনীবও দবকাব হয না। সেই জন্য সোস্যালিষ্ট্ দেশ-গুলোকে কলোনীব জন্য অপব দেশেব স্বাধীনতা নষ্ট ক'বে তাদেব শোষণও ক'রবাব দবকাব হয না। আব কলোনীব দবকাব হয না বলে কলোনীব জন্য যুদ্ধেবও দবকাব হয না। এই জন্য যুদ্ধ দূব কবাব প্রধান উপায হচ্ছে সমাজতন্ত্রবাদ।

সমাজতন্ত্রবাদেব আমলে মানুষেব যে শুধু আর্থিক সুবিধা হয তা নয, সব দিক দিযেই তাব সুবিধা হয। শিক্ষা দীক্ষাব ভাব বাষ্ট্র নেয এবং স্ত্রী, পুরুষ সবাই শিক্ষা লাভ কবাব সম্পূর্ণ ও সমান সুযোগ পায। এর ফলে, দাবিদ্র্যের চাপে এখন

যে রকম অনেক ভাল ভাল ছেলের মেধা নষ্ট হ'য়ে যায়, সে রকম হ'তে পারে না। শিক্ষা লাভ ক'রে প্রত্যেকেই তার নিজের নিজের বিশেষ যে সব ক্ষমতা বা প্রতিভা তা ফুটিয়ে তুলবার যথেষ্ট সুযোগ পায়। এর ফলে মানুষ সত্যি সুখী হ'তে পারে এবং নিজের জীবন সার্থক ক'রে তুলতে পারে। এই রকম সবাই সমান সুযোগ পায় বলে সোস্যালিষ্ট্ সমাজেই মানুষ সত্যিকার স্বাধীনতা পায়।

এর একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত সোভিয়েট সমাজের একটা ঘটনা থেকে তোমাদের বল্‌ছি। একটা কারখানায় একটি মেয়ে কাজ ক'রত। কিন্তু কারখানার কাজে তার কোন উৎসাহই ছিল না। বার বার সে কাজে ভুল ক'রত এবং যতখানি কাজ তাকে দেওয়া হ'ত তা সে কিছুতেই ক'রে উঠ্‌তে পা'রত না। কারখানার ম্যানেজার তাকে শোধরাবার অনেক চেষ্টা ক'রল। এক বিভাগ থেকে সরিয়ে নিয়ে অন্য বিভাগে দিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। অবশেষে হতাশ হ'য়ে শ্রমিক-সংঘের কাছে তাকে অন্য কারখানায় পাঠিয়ে দেবার অনুরোধ ক'রে পাঠাল। শ্রমিক-সংঘ মেয়েটিকে একটি মানসিক চিকিৎসাগারে পাঠিয়ে দিল। সেখানে পরীক্ষা ক'রে দেখা গেল যে, মেয়েটির মনের গঠন এ রকম যে, সে কারখানায় কাজ করবার সম্পূর্ণ অযোগ্য এবং শিক্ষার কাজ সে ভাল পারবে। শ্রমিক-সংঘ তখন তাকে একটা স্কুলের শিক্ষয়িত্রীর কাজ খুঁজে দিল। দেখা গেল যে,

শিক্ষযিত্রী হিসাবে সে খুব উৎসাহের সঙ্গে কাজ ক'রে বেশ নাম ক'বে ফেলল। এ রকম ভাবে প্রত্যেকটি মানুষেব মনেব সম্পূর্ণ বিকাশ হ'বাব সুযোগ ক'বে দেওযাব দৃষ্টান্ত একমাত্র সোস্যালিষ্ট-সোভিযেটেই পাওযা যাবে।

আব একটা ঘটনা বলছি। একদিন এক জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিযে একজন কাঠুবিযাব পাযেব উপব একটা গাছ প'ডে তাব পাটা জখম হ'যে যায এবং খুব রক্তপাত হ'তে থাকে। লবীতে ক'বে তৎক্ষণাৎ তাকে সহবেব হাসপাতালে নিযে আসা হয। ততক্ষণ তাব এত বেশী বক্ত ক্ষয হ'যে গেছে যে তাব শবীবে অবিলম্বে বক্ত না দিলে তাকে আব কোনমতেই বাঁচান যাবে না। কিন্তু এই ছোট্ট সহবেব হাসপাতালে তাব শরীরেব উপযুক্ত বক্ত ছিল না এবং এত শীঘ্র বক্ত অন্য কাবও শবীব থেকে নিযে পবীক্ষা ক'বে দেখবাবও সময ছিল না। তৎক্ষণাৎ বেতাবে বড সহবে খবব পাঠান হ'ল জমাট বক্ত পাঠাতে। কযেক মিনিটেব ভেতব সহবেব ওপব একটা এবোপ্লেন দেখা গেল এবং এই এবোপ্লেনটা থেকে ছোট্ট একটি প্যাবাসুটে এক শিশি জমাট বক্ত নেবে এল। ডাক্তাব এই জমাট বক্তটা কাঠুবিযাব শবীবে প্রবেশ কবিযে দিলেন, কাঠুবিযা বেঁচে গেল। প্রত্যেক মানুষেব জীবনকে সোস্যালিষ্ট সমাজে এত মূল্যবান ব'লে মনে কবা হয। আমাদেব মত দেশে শত শত লোক অনাহারে বাস্তার ধারে মবে পডে থাকলেও লোকে ভ্রূক্ষেপ

করে না। যে সমাজ, প্রত্যেকটি লোকের জীবনকে এতখানি মূল্য দেয় সে সমাজ নিশ্চয়ই আমাদের মনে আশার সঞ্চার করে।

[পাঁচ]

সোশ্যালিজম্ ও কম্যুনিজম্ বা সাম্যবাদ

এতক্ষণ আমরা শুধু কি ক'রে সোশ্যালিষ্ট্-সমাজে জিনিস-পত্র তৈরী হয় তাই দেখেছি। কিন্তু কি ক'রে এই সব তৈরী জিনিসপত্র লোকদের ভেতর বণ্টন করা হয়, তা আমরা দেখিনি। কারখানাগুলোয় যে সব জিনিসপত্র তৈরী হয়, সেগুলো না হয় বাজারে নিয়ে যাওয়া হ'ল লোকদের কাছে বিক্রী ক'রবার জন্য। কিন্তু লোকের পকেটে যদি পয়সা না থাকে, তবে লোকে কিনবে কি ক'রে? লোকদের পকেটে পয়সা আসে কি ক'রে, অর্থাৎ তাদের আয় হয় কি ক'রে তা আমরা এখনও দেখিনি। এবার তাই তোমাদের একটু ব'লব।

ক্যাপিটালিষ্ট্ সমাজে লোকের আয় দু'রকম ভাবে হ'তে পারে। এক হ'তে পারে পরিশ্রম ক'রে। শরীর খাটিয়ে বা মস্তিষ্কের পরিশ্রম ক'রে লোকে কিছু আয় ক'রতে পারে। মজুররা, কেরাণীরা, শিক্ষকরা, গভর্ণমেণ্ট-অফিসাররা, উকিলরা, ডাক্তাররা এই রকম শরীর বা মাথা খাটিয়ে আয় করে।

আর আয হ'তে পাবে সম্পত্তি থেকে। কাবও যদি কোন উৎপাদন-যন্ত্র থাকে, তবে সেই উৎপাদন যন্ত্র অপবকে ব্যবহাব ক'বতে দিযে আয হ'তে পাবে। সময সময উৎপাদন-যন্ত্রেব মালিক অপবকে উৎপাদন-যন্ত্র না দিযে নিজেই তা খাটায। সে ক্ষেত্রে উৎপাদন-যন্ত্রে ভাডা হিসেবে ত কিছু পাযই, উপরন্তু উৎপাদন-যন্ত্র ব্যবহাব ক'বে যা লাভ হয তাও পায। জমিদাব, মহাজন, ব্যাঙ্কাব, কল মালিক, ক্যাপিটালিষ্ট্ প্রভৃতি লোকেবা এই ভাবে সম্পত্তি থেকে আয কবে। পবিশ্রম ক'বে যে আয হয, তাব চেযে সম্পত্তি থেকে আযেব পবিমাণ অনেক বেশী। এই জন্যে দেখ্‌বে, ক্যাপিটালিষ্ট্ সমাজে সবাই টাকা পযসা জমিযে সম্পত্তি ক'ববাব জন্যে ব্যস্ত। কাবণ সম্পত্তি থাকলে বসে বসে কোন কাজ না ক'বে যথেষ্ট আয কবা যায। এমন কি কোন কাজ না ক'বে যাব যত বেশী আয, ক্যাপিটালিষ্ট্ সমাজে তাব তত বেশী মান। সবাই তাকে দেখলেই সেলাম ঠোকে, বিশেষ সমীহ ক'বে চলে। ক্যাপিটালিষ্ট্ সমাজে বিদ্যাই বল আব বুদ্ধিই বল বা অন্য কোন ভাল গুণ বল, টাকা না থাকলে এ সব গুণেব কোন মর্য্যাদাই দেওযা হয না। এই জন্য সবাই ক্যাপিটালিষ্ট্ হ'তে চায।

সোস্যালিষ্ট-সমাজে আযেব দ্বিতীয উপায নষ্ট ক'রে দেওযা হয। সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকাব নষ্ট হ'যে যায ব'লে সম্পত্তি ভাডা দিযে বসে বসে খাবার আর

উপায় থাকে না। সবাইকে পবিশ্রম ক'বে কাজ ক'বে খেতে হয। পবিশ্রম যে না করে, সোস্যালিষ্ট-সমাজে তাব ভাত জোটে না। মাথাব পরিশ্রমই হোক, আর গতব খাটিযেই হোক, পবিশ্রম সবাইকে ক'বতেই হয। বসে বসে আবামে খাওযা যায না বলে ক্যাপিটালিষ্টবা ও সম্পত্তিওযালা লোকেবা তাই সোস্যালিজমেব এত বিবোধী। এখন প্রশ্ন ক'বতে পাব, কেউ যদি কাজ না পায, তা হ'লে সে কি ক'বে খাবে? ক্যাপিটালিষ্ট্‌ সমাজে অনেকে বেকাব থাকে। আবাব যাবা চাকবি কবে, যে কোন মুহূর্ত্তে তাদেব চাকবি চ'লে যেতে পাবে। চাকবি চ'লে গেলে লোকেব দুঃখ-কষ্টেব একশেষ হয, না খেযে শুকিযে মবতে হয। কাজেই সবাই চাকবি যাওযাব বড ভয কবে এবং চাকরি গেলে যাতে কষ্টে না পড়তে হয, তাব জন্য বাধ্য হ'যে কিছু জমাবাব চেষ্টা কবে। সোস্যালিষ্ট্‌-সমাজে কিন্তু চাকবি না পাবাব বা চাকবি যাবাব কোন ভয থাকে না। কেন না, উৎপাদন-যন্ত্রে সকলেবই অধিকাব থাকে ব'লে সবাই সেই উৎপাদন-যন্ত্র ব্যবহাব ক'বে কিছু আযেবও অধিকাবী হয। সোস্যালিষ্ট্‌-সমাজে, আমবা আগে দেখেছি, লোকেব অবস্থা দিন দিন ভাল হতে থাকে বলে জিনিস-পত্রেব চাহিদা খুব বেড়ে যেতে থাকে। সেইজন্য উৎপাদন-যন্ত্র বেশী বেশী ক'বে খাটাতে হয, এবং তাব জন্য লোকজনেবও দবকার থাকে সব-সময। কাজেই "এই কাবখানায লোক দবকাব

নেই” এ-রকম নোটিশ—যা ক্যাপিটালিষ্ট-দেশেব কাবখানা-গুলোতে প্রাযই ঝুলান দেখা যায—সোস্যালিষ্ট্-দেশের কাবখানায থাকে না। তাবপবে ছোটবেলা থেকেই শিক্ষকরা পবীক্ষা ক'বে দেখে, কোন ছেলে বা মেযেব কোন্ দিকে বেশী ঝোঁক আছে। তাকে সেই বকম শিক্ষা দিয়ে, শিক্ষা শেষ হ'বাব পব সেই কাজে তাকে ঢুকিযে দেওযা হয। যেমন দেখা গেল, একটি ছেলেব ইঞ্জিনিযাবিংযেব দিকে ঝোঁক আছে, তাকে তখন ইঞ্জিনিযাবিং শেখান হ'ল এবং শিক্ষাব পব এক কাবখানায ইঞ্জিনিযাব করে দেওযা হ'ল। এই জন্যে সোস্যালিষ্ট্-দেশে কেউ বেকাব থাকে না। আব কেউ বেকাব হয না। কেন না, মনে কব, কোন এক কাবখানায ম্যানেজাবেব সঙ্গে কোন সাধাবণ শ্রমিকেব ঝগডা হ'ল। ক্যাপিটালিষ্ট্-দেশ হ'লে শ্রমিককে তৎক্ষণাৎ বিদায নিতে হ'ত। কিন্তু সোস্যালিষ্ট্-দেশে এই ঝগডা ফ্যাক্টবী-কমিটিব কাছে যাবে বিচাবেব জন্য। ফ্যাক্টবী-কমিটিতে শ্রমিকদেব মধ্য থেকে কযেকজন ও ম্যানেজাবেব পক্ষ থেকে কযেকজন লোক থাকে। তাবা যদি দেখে ম্যানেজার দোষী তাহলে ম্যানেজাবকে শাসন কবে, আব মজুব দোষী হ'লে তাকে শাসন কবে। আব যদি প্রমাণিত হয যে, সে মজুব এই কাবখানাব কোন কাজেবই উপযুক্ত নয, তা হ'লে তাকে শ্রমিক-সঙ্ঘেব (Trade Union) কর্ম্মকর্ত্তাদেব কাছে পাঠান হয। তাবা সে যে কাজেব

উপযুক্ত, সেই বকম কাজ খুঁজে তাকে লাগিযে দেয। এই জন্যে সোস্যালিষ্ট্‌-দেশে কেউ বেকাব হয না।

এ-ছাডা কেউ যদি অসুস্থ হযে পডে, তাহলে তাকে "অসুস্থতাব ভাতা" (Sick Insurance Benefit) দেওযা হয এবং চিকিৎসাব সব বন্দোবস্ত ক'বে দেওযা হয। বুডো হলে সবাই পেন্সন্‌ পায। কাজেস না খেযে মরবার ভয আব সোস্যালিষ্ট্‌-দেশে থাকে না। এই জন্য পুঁজি ক'ববাবও দবকাব হয না।

অনেকেব ধাবণা, সোস্যালিষ্ট্‌-দেশে সকলেব সমান মাইনে। এ-ধাবণা অত্যন্ত ভুল। সমান মাইনে দেওযা সম্ভবও হয না, এবং ন্যাযেব দিক থেকে উচিতও নয। সম্ভব হয না এই জন্য যে কঠিন পবিশ্রম ক'বে কেউ যদি কম পবিশ্রম যে কবে তাব সমান মাইনে পায, তবে কঠিন পবিশ্রম কেউ ক'বতে চাইবে না। এর ফলে জিনিস-পত্র উৎপাদন হবে না ঠিক মত। আবাব এ-বকম নিযম অন্যাযও হবে। মনে কব, দু'জন লোক সমান মাইনে পাচ্ছে। একজন লম্বা-চওডা মস্ত জোযান, আব একজন বেঁটে ও বোগা। যে জোযান, তাব খাওযা বেশী দবকাব হবে, পরা বেশী দবকাব হবে, সব কিছু তাব বেঁটে লোকটার চেযে বেশী লাগবে। এদেব দু'জনকে যদি সমান মাইনে দেওযা হয, তা হ'লে পালোযানেব উপর অন্যায করা হবে। সেই জন্যে সোস্যালিষ্ট্‌-সমাজে সবাইকে

সমান মাইনে দেওয়া হয না। যাব যে-বকম কাজ, তাকে সেই বকম মাইনে দেওয়া হয। তবে এটা সত্যি যে, ক্যাপিটালিষ্ট্-সমাজে যেমন কেউ কেউ হাবভাঙ্গা খাটুনি খেটে খুব কম মাইনে পায, আর কেউ শুধু দু'একটা সই দিযে তাব চেযে হাজাব-হাজার-গুণ বেশী মাইনে পায, এ-বকম বেশী তাবতম্য থাকবে না। সব চেযে বেশী মাইনে এবং সব চেযে কম মাইনেব মধ্যে যে পার্থক্য তা ক্যাপিটালিষ্ট্-সমাজ থেকে খুব কম হবে।

কম্যুনিষ্ট্-সমাজ ঃ

ফিউডাল-সমাজ থেকে জন্ম নিযেছে ক্যাপিটালিষ্ট্-সমাজ, ক্যাপিটালিষ্ট্ সমাজ থেকে জন্ম নেবে সোস্যালিষ্ট্-সমাজ, এবং সোস্যালিষ্ট্-সমাজ উন্নত হ'তে হ'তে কম্যুনিষ্ট-সমাজে রূপান্তবিত হবে। কম্যুনিষ্ট-সমাজটা কি বকম হবে? কম্যুনিষ্ট্-সমাজে সোস্যালিষ্ট্-সমাজেব মতই প্ল্যান ক'বে জিনিস-পত্র তৈবী হবে। কিন্তু বণ্টনেব নিযমটা বদলে যাবে। সোস্যালিষ্ট্-সমাজে বণ্টনেব নিযম হচ্ছে, যে যে-রকম কাজ কবে, সে সেই রকম আয করে। কিন্তু কম্যুনিষ্ট্-সমাজে আযেব নিযম হবে, আবশ্যকতা অনুযাযী আয। যাব যে-বকম জিনিস-পত্রের দরকাব সে সেই রকম পাবে। ক্যাপিটালিষ্ট্-সমাজে থেকে থেকে মানুষেব আত্মরক্ষার জন্যই ভযানক স্বার্থপব হ'তে হয। স্বার্থপব না হ'লে ক্যাপিটালিষ্ট্-সমাজে বেঁচে থাকা কষ্টকব হয। মানুষেব

মন এই বকম স্বার্থপব থাকাব জন্য সোস্যালিষ্ট্-সমাজেও আবশ্যকতা-অনুযাযী বণ্টনেব নিযম কাজে লাগান যায না। কাবণ, তাহলে লোকে কাজ-কর্ম্ম কিছু না কবে স'ব জিনিস পত্র নিজেদের দরকাব ব'লে ভোগ ক'বতে চাইবে। সোস্যালিষ্ট্-সমাজে থেকে থেকে, সোস্যালিষ্ট্ শিক্ষাব ফলে মানুষেব মন যখন যথেষ্ট উন্নত হবে ও ব্যক্তি-স্বার্থ থেকে সমাজেব স্বার্থ বড ক'বে দেখতে শিখবে এবং বৈজ্ঞানিক উন্নতিব ফলে যখন সমাজেব উৎপাদন ক্ষমতা যথেষ্ট পবিমাণে বেড়ে যাবে, তখনই আবশ্যকতা-অনুযাযী বণ্টনেব নিযম কাজে লাগান যাবে। তাব আগে সম্ভব হবে না।

কম্যুনিষ্ট্-সমাজেব সঙ্গে সোস্যালিষ্ট্-সমাজেব দ্বিতীয পার্থক্য হ'ল এই যে, কম্যুনিষ্ট্-সমাজে রাষ্ট্র থাকবে না। আমবা দেখেছি, সমাজে শ্রেণী থাকলেই বাষ্ট্র থাকে। এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীকে শাসন ক'ববাব জন্যই বাষ্ট্র ব্যবহার কবে। সোস্যালিষ্ট্-সমাজে ধীবে ধীবে শ্রেণীগুলো সব নষ্ট হযে যাবে। উৎপাদন-যন্ত্রে সকলেব অধিকাব থাকবে এবং ক্ষমতা থাকলে সবাই সমাজেব যে-কোন কাজ ক'রতে পাববে। এমনি ভাবে সুযোগ সবাই সমান পাবে ব'লে শ্রেণী আব থাকবে না। ছোট লোক বডলোক বলে, উঁচু নীচু বলে. মানুষে মানুষে কোন বিভেদ আব থাকবে না। শ্রেণী যখন ধীবে ধীরে লোপ পেতে থাকবে. তখন রাষ্ট্রেবও আর আবশ্যকতা কিছু থাকবে না। রাষ্ট্রও ধীরে ধীরে

লোপ পেযে যাবে। তখন আইন-কানুন সবাই মিলে ক'রবে, এবং সবাই তা স্বেচ্ছায পালন ক'ববে। তাব জন্য পুলিশ, গুপ্তচব, সৈন্য, কযেদখানাব কিছু দবকাব হবে না। জোর দেখাবাব কোন আবশ্যকতাই থাকবে না। তখন বাষ্ট্রেব জাযগায "জন-সাধাবণেব কমিটি" গোছেব একটা থাকবে মাত্র।

সমস্ত পৃথিবীব ভিন্ন ভিন্ন দেশগুলো মিলে তখন শুধু একটা মাত্র দেশ ক'ববে। এই বকম হবে কম্যুনিষ্ট্-সমাজ।

[ছয়]

ডেমোক্রাসী বা গণতন্ত্র

বাজা যেখানে আইন তৈবী কবে এবং দেশ শাসন কবে, সেখানকাব গভর্ণমেণ্টকে বলা হয 'বাজতন্ত্র'। আর যেখানে জন-সাধাবণ বা জন-সাধাবণেব দ্বাবা মনোনীত লোকেবা আইন তৈবী কবে ও দেশ শাসন কবে, সেখানকার গভর্ণমেণ্টকে বলা হয 'গণতান্ত্রিক'-গভর্ণমেণ্ট। গণতন্ত্র এই ধাবণার উপব স্থাপিত যে, দেশেব গভর্ণমেণ্ট সকলেব মত নিযে কবা উচিত, এবং আইন-কানুনও সকলেব মতামত নিযে বচনা কবা উচিত। কারণ গণসাধারণেব মতামত না নিযে যদি আইন-কানুন তৈরী

হয বা দেশ শাসন করা হয, তা হ'লে যাবা দেশ শাসন কবে এবং আইন তৈবী কবে, তাবা তাদেব স্বার্থেব জন্যই আইন-কানুন তৈবী ক'ববে এবং দেশ শাসন ক'ববে। জন-সাধাবণেব স্বার্থেব দিকে তাবা দৃষ্টি দেবে না। কাজেই এ-বকম শাসনেব ফলে গণসাধাবণেব উপব অন্যায, অবিচার, হবাব খুব সম্ভাবনা থাকে এবং তাদেব স্বাধীনতা লোপ পায। কাজেই গভর্ণমেণ্ট জন-সাধাবণেব মত নিযে করা উচিত।

বর্ত্তমানে যে সব ডেমোক্রাটিক দেশ আছে এ-গুলোকে 'বুর্জ্জোযা ডেমোক্রাটিক' দেশ বলা হয। এগুলো সব ফবাসী-বিপ্লবেব সমযে স্থাপিত হয। বুর্জ্জোযা শ্রেণী যখন দেখ্‌ল যে, তাবা সংখ্যায খুব কম হওযায ফিউডাল বা জমিদাবশ্রেণীব হাত থেকে ক্ষমতা একা একা নিযে নিতে পাববে না, তখন "সব মানুষ সমান","সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতাই আমাদেব লক্ষ্য" ইত্যাদি বুলি আউডে শ্রমিক-কৃষকদের সাহায্য লাভ কবে। কিন্তু ক্ষমতা যখন তাবা পেল, তখন এ-সবগুলো সত্যি ক'বে কাজে লাগাবাব জন্য তাদেব তেমন উৎসাহ বইল না। শুধু শ্রমিক ও কৃষকদেব চাপে প'ড়ে আইনেব চক্ষে সবাই সমান ব'লে কর্ত্তব্য শেষ ক'বল। গভর্ণমেণ্টও আব কোন একজনেব হাতে বইল না। ভোট দিযে প্রতিনিধি মনোনযন ক'বে সেই প্রতিনিধিদের দিযে গভর্ণমেণ্টেব কাজ চালান হ'তে লাগল। কিন্তু

আইনেব চক্ষে সবাই সমান হ'লে কি হবে, কাজেব বেলা ক্ষমতা বুর্জ্জোযা-শ্রেণীব হাতেই থেকে গেল। কাবণ উৎপাদন-যন্ত্র তাদেব হাতে থেকে যাওযায, তাদেব মুখ চেযেই শ্রমিক কৃষকদেব থাকতে হ'ল। এমন কিছু শ্রমিক কৃষক ক'বতে সাহস পেল না, যাতে বুর্জ্জোযাবা অসন্তুষ্ট হ'যে তাদেব চাকবী খুইযে দেবে। তাবপবে খববেব কাগজগুলোও সব বুর্জ্জোযাদেব হাতেই থেকে গেল। এব ফলে, শ্রমিক ও কৃষকদেব বিপথে নিযে গিযে নিজেদেব স্বার্থ-সিদ্ধি কবিযে নেবাব কোন অসুবিধা থাকল না। শ্রমিক-কৃষকদেব এমন কিছু শিক্ষা দীক্ষা দেবাব সুবিধা কবা হ'ল না, যাতে তাবা গভর্ণমেণ্টেব কাজ-কর্ম্ম নিজেবাই চালিযে নিতে পাবে। কাজেই সব দিক থেকেই এবা বুর্জ্জোযাদেব মুখ চেযে তাদেব অধীন হ'যে রইল। এইজন্য বর্ত্তমান ডেমোক্রাসীগুলোতে আইনত যদিও সবাই সমান হ'ল, যদিও সবাই স্বাধীন হ'ল, কিন্তু আসলে সমস্ত ক্ষমতা বুর্জ্জোযাদেব হাতেই থেকে গেল। সেই জন্য বর্ত্তমান ডেমোক্রাসীকে সত্যিকার ডেমোক্রাসী বলা চলে না।

সত্যিকার ডেমোক্রাসী স্থাপন ক'রতে হ'লে, উৎপাদন-যন্ত্রে সকলের সমান-অধিকার দেওযা দরকাব। কাবণ তা না হ'লে, উৎপাদন-যন্ত্রে যাদের বেশী অধিকাব থাকে, তাবা সমাজে বেশী শক্তিশালী হ'যে পড়ে। গভর্ণমেণ্ট তাদের হাতে চলে যায় এবং জনসাধারণের স্বাধীনতা নষ্ট হ'য়ে যায়।

দ্বিতীযতঃ, জীবনে সকলের সমান সুযোগ দেওযা দরকাব। কারণ কোন শ্রেণীব লোক যদি অপব শ্রেণী থেকে বেশী সুযোগ পায, তা হ'লে যাবা বেশী সুযোগ পেল, তাবা স্বভাবতই, যারা কম সুযোগ পেল, তাদেব উপব বাজত্ব ক'ববে। এই জন্য সমাজে শ্রেণী থাকলে, ডেমোক্রাসী সফল হ'তে পারে না। তাবপবে ডেমোক্রাসী সফল ক'বে তুলবাব জন্য সকলকে লেখাপডা শেখবাব সমান সুযোগ দেওযা দবকাব এবং সকলেব যাতে কিছু না কিছু কাজ থাকে এবং কাজ হাবিযে কেউ বেকাব না হ'যে পডে, তার ব্যবস্থাও কবা দবকাব। শুধু কাজ দিলেই যথেষ্ট হয না, বাজনীতিতে যোগ দেবাব সুযোগ ও সামর্থ্য অর্জ্জন কববাব জন্য যথেষ্ট ছুটিও তাকে দেওযা চাই। সোস্যালিজম্ কি তা যদি বুঝে থাক, তা হ'লে দেখতে পাবে, সোস্যালিজম্ এ-সবগুলোই মানুষেব জীবনেব পক্ষে সম্ভব ক'রে তোলে। কাজেই সোস্যালিজমেব মধ্য দিযেই ডেমোক্রাসী সত্যিকাব ডেমো-ক্রাসীতে পবিণত হ'তে পাবে। তা না হ'লে শুধু মুখে ব'লে দিলাম, সব মানুষ সমান, কিন্তু কাজেব বেলা যে ছোট, তাকে ছোট ক'বেই যদি রাখি, তা হ'লে ডেমোক্রাসী হয না, ঠিক তাব উল্টো কবা হয। এ-বকম অবস্থায জনসাধাবণেব হাজাব সুযোগ-সুবিধা আইনে লেখা থাকলেও সেগুলো কখনও কাজে লাগান যায না।

উৎপাদন-যন্ত্রে ব্যক্তিগত অধিকার থাকিলেই সমাজে

শ্রেণী থাকবে এবং সমাজে শ্রেণী থাকলেই শ্রেণী-সংগ্রাম থাকবে। এই শ্রেণী-সংগ্রাম যখন খুব গুরুতর আকাব ধাবণ কবে, এবং যখন শ্রমিক-শ্রেণী গভর্ণমেণ্ট হস্তগত কবাব উপক্রম করে, তখন বুর্জ্জোযা-শ্রেণীর পক্ষে আব ডেমোক্রাসীর মুখোস বাখা সম্ভব হয না। তখন তারা ডেমোক্রাসীব মুখোস ফেলে দিযে খোলাখুলি ভাবে শ্রমিকদেব নিষ্পেষণ আবম্ভ করে, অর্থাৎ ফ্যাসিজম্ চালু কবে। এই জন্য শ্রেণী-বিভক্ত বুর্জ্জোযা ডেমোক্রাসী কখনও বেশীদিন স্থাযী হ'তে পাবে না। শ্রেণী-সংগ্রামেব ধাক্কায এব পতন অনিবার্য্য। শ্রেণী-হীন-সমাজেই শুধু ডেমোক্রাসী পূর্ণ ও সফল হ'তে পাবে।

শেষ কথা :

ইম্পেবিযালিজম্ যে ক্যাপিটালিজমেব মধ্য থেকেই বেবিযে-আসা অনিবার্য্য ফল, এ-বোধ হয তোমবা এখন বুঝতে পাবছ। ইম্পেবিযালিজম্ ও ফ্যাসিজম্ দু'টো আলাদা জিনিস নয, ক্যাপিটালিজমেব দু'বকম রূপ। ক্যাপিটালিজম্ যে সব সমস্যাব সৃষ্টি কবে, বুর্জ্জোযা-শ্রেণী সেই সব সমস্যাব সমাধান ক'ববাব জন্য ইম্পেবিযালিজম্ ও ফ্যাসিজমেব আশ্রয নেয। কিন্তু আমরা দেখেছি, ইম্পেবিযালিজম্ ও ফ্যাসিজম্ কিছুদিনের জন্য মাত্র এই সব সমস্যাগুলো ধামাচাপা দিযে বাখতে পাবে, সম্পূর্ণ সমাধান ক'বতে পাবে না। এর সমাধান হয সোস্যালিজমের

ভেতব দিযে। সোস্যালিজমই হ'ল ক্যাপিটালিজমেব শেষ ফল। এই ফলেব জন্ম দিযে ক্যাপিটালিজম্ ম'বে যায। কিন্তু সোস্যালিজমেব জন্ম নিতে অনেক সংঘর্ষেব দবকাব হয, অনেক বক্তপাতও হয এবং যদি জনসাধাবণ সোস্যালিজমেব আবশ্যকতা সম্বন্ধে সচেতন না হয, তবে সমযও অনেকদিন লাগে। এই সব বক্তপাত ও সংঘর্ষ অনেক কম ক'বে দেওযা যায, যদি লোকে সোস্যালিজম্ যে দবকাব এবং একদিন তা আসবেই, এটা বেশ ভাল ক'বে বোঝে এবং সোস্যালিজম্ যাতে শীঘ্র আসতে পাবে, তাব জন্য চেষ্টা কবে। যত বেশী লোক এটা ভাল ক'বে বুঝবে এবং এব জন্য চেষ্টা ক'ববে, ততই মানুষেব এই অনাবশ্যক দুঃখভোগ কমে যাবে।

[সাত]

পৃথিবীর রাজনীতি

গত মহাযুদ্ধেব সময ১৯১৭ সালেব নভেম্বব মাসে বলশেভিক দলেব নেতৃত্বে রুশ-দেশে বিপ্লব হয এবং ধনি-শ্রেণীব হাত থেকে গভর্ণমেণ্ট শ্রমিক ও দবিদ্র জনসাধাবণেব হাতে চলে যায। রুশ-দেশে শ্রমিকদেব হাতে ক্ষমতা চলে যাওযায সমস্ত পৃথিবীব পুঁজিবাদীবা অত্যন্ত ভীত হ'যে পডে। কাবণ রুশ-দেশেব শ্রমিকদেব দেখাদেখি তাদেব

দেশের শ্রমিকরাও যদি উৎসাহিত হ'য়ে বিপ্লব ঘটিয়ে বসে সেই ভয়ে তারা ধনীদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে ওঠার জন্য রুশ-দেশের শ্রমিকদের বেশ কিছু শিক্ষা দিয়ে অঙ্কুরেই বিনাশ করার সংকল্প গ্রহণ করে। ইংরেজ, ফরাসী, জার্ম্মাণী, জাপান, আমেরিকা, পোলাণ্ড, রুমেনিয়া প্রভৃতি সমস্ত পুঁজিবাদী দেশগুলিই রুশ-দেশে সৈন্য পাঠিয়ে দেয় শ্রমিক-শ্রেণীকে ধ্বংস ক'রে দিতে। কিন্তু লাল-ফৌজের বিক্রমের কাছে এরা কেউ টিকতে পারে না। তা ছাড়া এই সব দেশগুলোতে শ্রমিকেরা দাবী ক'রতে থাকে যে রুশ-দেশ থেকে সৈন্য—সামন্ত সব ফিরিয়ে আনা হোক। এই দুই কারণে পুঁজিবাদীরা তখনকার মত রুশ-দেশ থেকে "পরে দেখে নেব" বলে পরম-বিক্রমে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়। যুদ্ধ ক'রে "ছোট লোকের" দেশ রুশিয়াকে ঠাণ্ডা ক'রতে না পারলেও পুঁজিবাদীরা তখন অর্থনৈতিক বয়কোট ক'রে তাকে জব্দ ক'ররার চেষ্টা ক'রতে থাকে। রুশিয়ার মালপত্র কেনা বা বিক্রী করা, টাকা ধার দেওয়া ইত্যাদি সব বন্ধ ক'রে রুশিয়াকে "ভদ্র" পুঁজিবাদী সমাজ থেকে এক ঘরে ক'রে রাখে। এর ফলে রুশিয়াকে কষ্ট পেতে হয় খুব। তিন বছর যুদ্ধ, তার উপর দু'বছর গৃহযুদ্ধ ইত্যাদি কারণে দেশের উৎপাদন খুব কমে যায় এবং দেশে দুর্ভিক্ষ হ'য়ে অনেক লোক মারা যায়। পুঁজিবাদিরা ভেবেছিল এবার সোভিয়েট দেশ সাবাড় হ'ল। কিন্তু দুর্ভিক্ষকেও ক্রমশঃ

সোভিযেট দেশ দূব কবে দিল। এর পব সব বাধা বিপত্তি কাটিযেও রুশ-দেশ দ্রুতগতিতে উন্নতি লাভ ক'বতে থাকে।

এব পব থেকে পৃথিবীব বাজনীতিতে নূতন এক জিনিস জন্ম নিল। এতদিন পুঁজিবাদীদেব নিজেদেব ভেতর বেষাবেষি, সাম্রাজ্যলাভেব ইচ্ছা, পুঁজিবাদী দেশেব আক্রমণেব ভয ইত্যাদি ছিল। এখন তা ছাডাও আব এক নূতন উপসর্গ এসে জোটে। তা হ'চ্ছে "বলশেভিক ভীতি"। অর্থাৎ বলশেভিক রুশিযাব সাফল্য দেখে, তাদেব আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'যে যদি পুঁজিবাদীদেব নিজেব দেশেব শ্রমিক-শ্রেণী বলশেভিকদের মত বিপ্লব ক'বে বসে—এই ভয। ইংবেজ, ফবাসী প্রভৃতি সাম্রাজ্যওযালা দেশগুলোব বাজনৈতিক চালবাজীব মোটামুটি উদ্দেশ্য হ'ল সাম্রাজ্যহীন দেশগুলোব আক্রমণ থেকে নিজেদেব সাম্রাজ্য বক্ষা কবা এবং শ্রমিক-বিপ্লব যাতে নিজেদেব দেশে এবং অন্যান্য দেশে না ছডিযে পডে তাব চেষ্টা কবা। জার্ম্মাণী, ইটালী, জাপান প্রভৃতি সাম্রাজ্যহীন দেশগুলিব উদ্দেশ্য হ'ল—নিজেদেব দেশ থেকে এবং অন্যান্য দেশ থেকে বিপ্লবেব সম্ভাবনাকে দূব কবা এবং সাম্রাজ্যেব বিস্তাব কবা। সাম্রাজ্যেব বিস্তাব কবা নিযে কলোনীহীন ও কলোনীওযালা পুঁজিবাদী দেশগুলোর ভেতব বেষাবেষি চলতে লাগল খুব, কিন্তু বিপ্লবেব ধ্বংস-সাধন করা সম্বন্ধে এবা ছিল সব একমত। এই বিপ্লবেব বীজ

রুশিযা থেকেই ছডাচ্ছিল বলে রুশিযা সমস্ত পুঁজিবাদীদেব শত্রু হযে পডল।

বিপ্লবেব ঠিক পবে পুঁজিবাদী দেশগুলোব বিনা কাবণে আক্রমণ সমাজতন্ত্রী রুশিযা ভোলে নি এবং তাবা ভাল ক'বে জানত যে সুযোগ পেলেই পুঁজিবাদী দেশগুলো আবাব রুশিযাব ওপব ঝাঁপিযে প'ডবে। রুশিযাব নেতাবা বাবে বাবে জনগণকে এ বিষযে সাবধান কবে দিযেছিল এবং অস্ত্রশস্ত্র তৈবী ক'বে ও শিক্ষা দিযে লালফৌজকে যতদূব সম্ভব শক্তিশালী ক'বে তোলাব চেষ্টা কচ্ছিল। অন্যান্য দেশ সম্বন্ধে রুশিযাব নীতি ছিল মোটামুটিভাবে এইরূপ—আত্মবক্ষা কবা ও অন্যান্য দেশে যাতে বিপ্লব হয তাব চেষ্টা করা। এই দুই উদ্দেশ্যই সফল হ'ত যদি যুদ্ধ বন্ধ কবা যেত। কাবণ যুদ্ধ হ'তে না দিলে, রুশ দেশেব উপব আক্রমণ হ'তই না। আব যুদ্ধ ক'রে কলোনী আদায ক'বতে না পাবলে পুঁজিবাদী দেশে অর্থসঙ্কট ইত্যাদি দূব কবা যায না এবং অর্থসঙ্কট দূব ক'বতে না পাবলে পুঁজিবাদী দেশে বিপ্লব না হ'যে পাবে না।

পুঁজিবাদীবাও যুদ্ধ না থাকাতে নিজেবাই খুব ব্যবসা-সঙ্কটের মধ্যে হাবুডাবু খাচ্ছিল। সেই সমযে দেখা গেল—সোভিযেট ব্যবস্থায রুশ দেশেব খুব উন্নতি হচ্ছে। পুঁজিবাদী দেশে অবস্থাব অবনতিব সঙ্গে সোভিযেটেব সাফল্য ও জনগণের অবস্থার দ্রুত উন্নতি তুলনা ক'বে সকল দেশেবই

জনগণ ক্রমেই সোভিয়েট-পন্থী হ'য়ে উঠ্‌ছিল। কাজেই যুদ্ধ বন্ধ ক'রে শান্তি বজায় রাখা গেলে সোভিয়েটের আত্মরক্ষাও হ'ত আবার অন্যান্য দেশে বিপ্লবও এগিয়ে আসত। কাজেই এই সময়ে যাতে যুদ্ধ বন্ধ হয় তার জন্য সোভিয়েট প্রাণপণ চেষ্টা ক'রতে থাকে। বড় বড় সাম্রাজ্য-বাদী দেশ ও দুর্ব্বল পুঁজিবাদী দেশগুলোও যুদ্ধ না হওয়ার পক্ষে ছিল। কারণ যুদ্ধ হ'লে সাম্রাজ্যবাদী দেশের সাম্রাজ্য হারাবার সম্ভাবনা, আর দুর্ব্বল পুঁজিবাদী দেশের ভয়—যুদ্ধ হ'লে তারা স্বাধীনতাই হারাবে। কাজেই পুঁজিবাদী দেশের মধ্যেও এরা কতকটা যুদ্ধে বিরোধী ছিল। সুতরাং সোভিয়েট চেষ্টা ক'রতে লাগল যুদ্ধের বিরুদ্ধে যে সব দেশ, সে গুলোকে একত্র করে একদলে টেনে নিয়ে আসতে এবং তাদের সম্মিলিত শক্তির ভয় দেখিয়ে যারা যুদ্ধ ক'রতে চায় তাদের যুদ্ধের থেকে দূরে রাখতে। এই নীতির নাম ছিল "যুক্ত-নিরাপত্তা" (collective security), অর্থাৎ সকলে মিলে নিরাপদ থাকার চেষ্টা করা। লিটভিনফ এই নীতি কাজে লাগাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা ক'রতে থাকেন। জাতিসঙ্ঘে তিনি বারে বারে যে দেশ যুদ্ধ ক'রতে চাইবে সে দেশের বিরুদ্ধে অন্য সমস্ত জাতির সংঙ্ঘবদ্ধ শক্তি নিয়োগ ক'ররার প্রস্তাব আনেন। কিন্তু প্রধানতঃ ইংরেজদের বিরোধিতার জন্যই এই নীতি সফল হয় না। জার্ম্মাণী, ইটালী এবং জাপানও এই নীতিতে সায় দিতে চায় না।

জার্ম্মাণী, ইটালী এবং জাপানেব যুদ্ধ ক'বতে চাওযার উদ্দেশ্য বুঝতে কষ্ট হয না। তাদেব অনেকের কলোনী বিশেষ নেই অন্ততঃ তেমন বড কলোনী নেই। কলোনী না থাকায, তাদেব কলোনী আদায কবা দবকাব এবং কলোনী আদায ক'বতে গেলে যুদ্ধেব দবকার। কাজেই শান্তিব প্রস্তাবে এবা কোনমতেই সায দিতে চায নি। কিন্তু এদেব বিবোধিতা সত্ত্বেও যুদ্ধ বন্ধ কবা যেত, যদি ইংবেজেবা "যুক্ত-নিবাপত্তা" নীতি গ্রহণ ক'বত।

ইংবেজ সাম্রাজ্যবাদীবা এ নীতি গ্রহণ ক'বল না কেন? তাব দু'টি কাবণ ছিল। সবচেযে বড কাবণ হ'ল বিপ্লবের ভয, কাবণ তাদের দেশে পুঁজিবাদেব অবস্থা সঙ্গিন হচ্ছিল। জার্ম্মাণীকে ইংবেজ বাজনীতিবিদ্‌বা ববাববই "বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রাচীব" হিসেবে দেখে এসেছেন। ভাবতেন সোভিযেট বিপ্লবেব বিরুদ্ধে তাবাই ইউবোপে পুঁজিবাদেব প্রাচীব। লযেড জর্জ্জ খোলাখুলি ভাবে এ কথা স্বীকাব ক'বে গিযেছেন। জার্ম্মানীতে যদি সোভিযেট গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত হয তা হ'লে গোটা ইউবোপে বিপ্লবেব ঢেউ ছডিযে যাবে এবং সে ঢেউযেব ধাক্কা ইংলণ্ডও সামলাতে পাববে না। কাজেই জার্ম্মানীতে বিপ্লব হ'তে দেওযা মানে সমস্ত ইউবোপে এবং তাবপব গোটা পৃথিবীতে বিপ্লব হ'তে দেওযা। সুতরাং জার্ম্মানীতে, শুধু জার্ম্মানী কেন পৃথিবীর যে কোন দেশে বিপ্লব হ'তে না দেওযা ইংলণ্ডেব পবিত্র

দায়িত্ব হ'যে প'ডল। দ্বিতীয় কাবণ হচ্ছে ফ্রান্সেব সঙ্গে ব্রিটেনের রেষাবেষি, ফ্রান্স যাতে ইংলণ্ডেব সমান সমান না হ'যে ওঠে সেদিকেও লক্ষ্য বাখা দবকাব। কারণ ফ্রান্স ইংলণ্ডেব সমান হ'লে হযত ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিপদগ্রস্ত হ'যে পডতে পাবে। কাজেই ফ্রান্সকেও খানিকটা চেপে বাখা দবকাব। এ কাজে জার্ম্মানীকে মুগুব হিসেবে ব্যবহাব কবা ইংবেজেব পক্ষে খুব সুবিধাজনক ছিল। কাবণ ফ্রান্স ও জার্ম্মানীব বহু পুবাতন ঝগডা পবস্পবেব বিরুদ্ধে পবস্পবকে ভীষণ সন্দিহান ক'বে তুলেছিল। গত মহাযুদ্ধেব পব থেকে ফ্রান্স চেষ্টা ক'বতে থাকে জার্ম্মানীকে একেবাবে পঙ্গু ক'বে বাখতে, আব উঠ্‌তে না দিতে। কিন্তু ইংবেজ দেখল জার্ম্মানীকে যদি সেভাবে ধ্বংস হ'তে দেওযা যায তা হ'লে ফ্রান্সকে বোধ ক'বাব ইউবোপে আব কেউ থাকে না। কাজেই জার্ম্মানীকে একেবাবে ধ্বংস হ'তে দিলে চলবে না। মুগুব যাতে বেশ পাকাপোক্ত এবং ব্যবহাবযোগ্য থাকে তার দিকে লক্ষ্য বাখতে হবে। এব জন্য যখন জার্ম্মানীর কোন বিপদ দেখা গিযেছে তখনই ইংবেজ পুঁজিবাদীবা জার্ম্মানীব সাহায্যেব জন্য ছুটে এসেছে। টাকা ধাব দিযে, ভার্সাই সন্ধিব বিরুদ্ধে যুদ্ধেব জাহাজ তৈরীব হুকুম দিযে জার্ম্মানীকে সাহায্য কবেছে।

যুক্ত-নিরাপত্তা নীতিতে সম্মত হওযা মানে জার্ম্মানীকে সাম্রাজ্য বিস্তাব ক'রতে না দেওযা। ইংবাজ পুঁজিবাদীরা

ভাল ক'রে জানত যে জার্ম্মানীকে সাম্রাজ্য বিস্তার ক'রতে না দিলে, হিটলারের পতন হবে এবং জার্ম্মানীতে বিপ্লব আটকান যাবে না। জার্ম্মানীতে বিপ্লব হ'লে যেমন সমস্ত ইউরোপে বিপ্লব হবার ভয়, তেমনি আবার যদি বিপ্লব নাও হয় তা হ'লে ফ্রান্স খুব বেশী পরিমাণে শক্তিশালী হ'য়ে ওঠার সম্ভাবনা। কাজেই জার্ম্মানীকে সাম্রাজ্য আদায় ক'রতে দিতেই হবে। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যাতে হিটলারের আক্রমণ থেকে রক্ষা পায় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। সুতরাং হিটলার যাতে পূর্ব্ব ইউরোপের দিকে সাম্রাজ্য বিস্তার করে, ইংরেজ পুঁজিবাদীরা তার চেষ্টা ক'রতে লাগল। অর্থাৎ সোভিয়েট রুশিয়াকে যেন আক্রমণ করে তার জন্য হিটলারকে পুষতে লাগল এবং উৎসাহিতও ক'রতে লাগল। হিটলার রুশিয়াকে আক্রমণ ক'রে পরাস্ত ক'রতে পারলে, এক ঢিলে দু'পাখী মারা যাবে,– জার্ম্মানীর সাম্রাজ্য বিস্তারও হবে এবং পুঁজিবাদীদের বুকের কাঁটা সোভিয়েটের ধ্বংসসাধন ক'রে বিপ্লবের ভয় দূর করা যাবে। কাজেই ইংরেজরা প্রাণপণ চেষ্টা ক'রতে লাগল যাতে হিটলার রুশিয়াকে আক্রমণ করে। এই সকল কারণে যুক্ত-নিরাপত্তা নীতি তাদের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না।

যুক্ত-নিরাপত্তা নীতি গ্রহণ না ক'রে যে নীতি ইংলণ্ডের শাসকেরা গ্রহণ ক'রল, তার নাম "শান্ত করার" নীতি বা appeasement policy চেম্বারলেন তখন ইংলণ্ডের প্রধান

মন্ত্রী। চেম্বাবলেনেব সাঙ্গোপাঙ্গ যাবা এই "শান্ত কবাব" নীতি সমর্থন ক'বত তাদের বলা হয "ক্লাইভডেন সেট"। লণ্ডনের অল্প দূবে ক্লাইভডেন নামক জাযগায় তাদেব একজন সমর্থকের বাড়ী। এরা প্রত্যেক সপ্তাহের শেষে সে বাড়িতে জড হ'ত এবং সেখানে বসে তাদের যত বকম ষডযন্ত্র সব ঠিক হ'ত। এবা সবাই ছিল বড বড ব্যাঙ্ক ও কলেব মালিক এবং প্রত্যেকেই হিটলাব এবং মুসোলিনীব ভক্ত। রুশিযাকে এবা ভযঙ্কব ঘৃণা কবত এবং হিটলাবের মত এবাও পৃথিবী থেকে বলশেভিকবাদ ধ্বংস কবাব সদিচ্ছা পোষণ ক'বত। অর্থাৎ প্রকাশ্যে না হ'লেও মনে প্রাণে এবা ফ্যাসিবাদেবই ভক্ত ছিল। এদেব এই "শান্ত কবাব নীতি"র অর্থ হ'ল এই যে যখনই কোন ফ্যাসিষ্ট দেশ অন্য কোন দুর্ব্বল দেশকে আক্রমণ ক'বত তখন এবা গিযে ঐ দুর্ব্বল দেশেব কিছুটা ফ্যাসিষ্ট দেশকে ছেড়ে দিযে ফ্যাসিষ্টবা আর বেশী দূব এগুবে না এইরূপ একটা সন্ধি ক'বে শান্তি স্থাপন ক'বত এবং ফ্যাসিষ্টদেব শান্ত ক'বে আসত। দুর্ব্বল দেশ ভাবত অল্প কিছুতেই সে বক্ষা পেযে গেল। পৃথিবীব জনসাধাবণ ভাবত এ যাত্রা যুদ্ধেব হাত থেকে বক্ষা পাওযা গেল। ইংল্যাণ্ডেব লোকেবা চেম্বাবলেনকে শান্তির দূত বলে শ্রদ্ধায, ভক্তিতে, বিগলিত হ'যে ধন্য ধন্য ক'বতে থাকত। ফ্যাসিষ্টবা শুধু মনে মনে হাসত। এই শান্ত ক'বাব নীতি প্রথম দেখা গেল ইটালীব আবিসিনিযা আক্রমণ-কালে।

রুশিয়া প্রস্তাব ক'বল ইটালীকে সম্পূর্ণরূপে "বয়কট" ক'রে সুযেজ-খাল বন্ধ ক'বে দিতে। সুযেজ-খাল বন্ধ ক'বে দিলে আবিসিনিযায সৈন্য-সামন্ত পাঠান ইটালীব পক্ষে সম্ভব হ'ত না। বাধ্য হ'যেই মুসোলিনীকে যুদ্ধ বন্ধ ক'বতে হ'ত। কিন্তু ইংবেজেবা আধাআধি "বযকট" নীতি গ্রহণ ক'রল। তাব ফলে মুসোলিনীব বিশেষ কিছু অসুবিধা হ'ল না। বিষ-বাষ্প ব্যবহার ক'বে মুসোলিনী আবিসিনিযা দখল ক'বে নিল।

শান্ত ক'বাব নীতি এর পবেই দেখা গেল স্পেনে। স্পেনে বিপ্লব হ'বার পব গণতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত হয। এই গভর্ণমেণ্টে অনেকখানি পরিমাণে শ্রমিক ও কৃষকদেব প্রাধান্য স্থাপিত হয। কিন্তু এই গভর্ণমেণ্ট বুর্জ্জোযা ও জমিদাব শ্রেণীকে ধ্বংস কবাব নীতি গ্রহণ ক'বল না। এমন কি বুর্জ্জোযা ও জমিদাব শ্রেণীব নেতারা সেনাপতিব পদ দখল ক'রে থাকল। এর ফলে কিছুদিনের ভেতরই বুর্জ্জোযা ও জমিদার শ্রেণী ষড়যন্ত্র ক'রে জেনারেল ফ্রাঙ্কোব নেতৃত্বে বিদ্রোহ আবম্ভ ক'রল। হিটলাব ও মুসোলিনী হাজার হাজার সৈন্য, অস্ত্রশস্ত্র, এবোপ্লেন ও ট্যাঙ্ক পাঠিযে জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে সাহায্য ক'বতে লাগল। স্পেনেব গণতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্ট পৃথিবীব অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের কাছে সাহায্য চেযে পাঠাল। ইংরেজ, ফরাসী, আমেবিকা ইত্যাদি গণতান্ত্রিক দেশের গভর্ণমেণ্ট বলতে লাগল, স্পেনের গোলমাল

তাদেব নিজেদেব ভেতব ঝগডা। অন্য দেশেব নিজেদের ভেতবেব ঝগডায আমবা হস্তক্ষেপ ক'বতে বাজী নই। হিটলাব, মুসোলিনী যে হাজাব হাজাব সৈন্য পাঠিযে স্পেনেব যুদ্ধকে আব ঘবোযা ব্যাপাব ক'বে বাখে নি, সে কথা তাবা শুনতেই চাইল না। তাদেব আসল উদ্দেশ্য—স্পেনে যাতে বিপ্লব ধ্বংস হ'যে গিযে আবাব বুর্জ্জোযাদের শাসন স্থাপিত হয। এবং বিপ্লব ধ্বংস কবার কাজ এবাবও এবা হিটলার ও মুসোলিনীর উপব ছেডে দিযে নিশ্চিন্ত হ'যে থাকল।

অবশ্য আবিসিনিযাবও আগে এই নতুন ব্যাধি এশিযায দেখা দিযেছিল। জাপানী ফ্যাসিবাদ চীনদেশেব মাঞ্চুবিযা দেশটা দখল কবেছিল—কেউ বাধা দিলে না। তখন জাপানীবা চীন আক্রমণ ক'বে একটু একটু ক'বে এগিযে যেতে লাগল। জাযগায জাযগায ইংবেজদেবও জাপান সুবিধে মত দু' এক ঘা ঠুকে দিচ্ছিল। কিন্তু তবুও চেম্বাবলেন তাব "শান্ত করাব নীতি" চালিযে যেতে লাগল। জাপানকে তোযাজ ক'রে খুশী কবাব চেষ্টা ক'রতে লাগল।

ভাবল—জাপানেব ক্ষুধাটা চীনেব উপব দিযে মিট্‌লে ক্ষতি কি? ব্রিটেনের সাম্রাজ্য তো বইলই, তারপরে চীনেবাও যেমন বড জাত, চাপা থাকলে ভালোই।

হিটলাব এদিকে তাব সাম্রাজ্য-স্থাপন কবার কাজে উঠে পডে লেগে গেল। অষ্ট্রিযা বিনা যুদ্ধেই হাত ক'রে নিল। তারপর চেকোশ্লোভাকিযাব উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশ

সুডেটানল্যাণ্ডেব উপব হাত দিল। চেম্বাবলেন তখন বিমানে উড়ে গিবে মিউনিক সহবে হিটলাবেব সঙ্গে দেখা ক'বে চেকোশ্লোভাকিযা ও জার্ম্মানীব ভেতব এক সন্ধি ক'রে আসে। এই সন্ধিব ফলে সুডেটেনল্যাণ্ড জার্ম্মানীব হ'যে যায। বাকী চেকদেশও প্রায হিটলাবেব তাঁবেদাব হ'যে যেতে বাধ্য হয এবং জার্ম্মানী আব অগ্রসব হবে না বলে প্রতিশ্রুতি দেয। কিন্তু ক'মাস যেতে না যেতেই তাবপবেব প্রদেশ ছ'টো হিটলাব দখল ক'বে নিল।

চেম্বাবলেন যখন দেখল হিটলাব তাব কথামত চলছে না তখন হিটলাবকে একটু হুমকি দেবাব জন্য রুশিযাব সঙ্গে পবস্পব যুদ্ধেব সময সাহায্য ক'ববাব চুক্তি ক'বাব ভাণ ক'বল। রুশদেশেব সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালাবাব জন্য কযেক জন ব্রিটিশ কর্ম্মচাবীকে মস্কোতে পাঠিযে দিল, কিন্তু এবা সবাই তৃতীয শ্রেণীব কর্ম্মচাবী ছিল এবং চুক্তি স্বাক্ষব কবাব মত কোন ক্ষমতা এদেব ছিল না।

এই ভয দেখাবাব সঙ্গে সঙ্গে আবাব হিটলারকে টাকা ধাব দিযে বশ ক'ববাব চেষ্টাও চলতে লাগল। বোর্ড অব্ ট্রেড নামে ইংলণ্ডেব প্রধান আধা-সবকাবী ব্যবসাযীদেব সহ সভাপতি জার্ম্মানীকে কযেক লক্ষ পাউণ্ড ধাব দিতে চাইল।

এই সব কথা সোভিযেট দেশ টেব পাচ্ছিল। আগেব অভিজ্ঞতা থেকে বিচাব ক'বেও ষ্টালিন চেম্বাবলেনেব এ চাল অনাযাসেই ধরে ফেলতে পাবল। হিটলারও এই সময

পরস্পবকে আক্রমণ করবে না বলে এক চুক্তিব প্রস্তাব নিযে মস্কোতে লোক পাঠাল। হিটলাব ববাবরই ভয ক'রছিল যে পূর্ব্ব ও পশ্চিম দুই বণক্ষেত্রেই যদি যুদ্ধ ক'বতে হয তা হ'লে তাব জযেব আশা কম। সুতরাং হিটলার চেষ্টা ক'বছিল যাতে শুধু মাত্র একটি রণক্ষেত্রে তাকে যুদ্ধ ক'বতে হয। হয ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডেব সঙ্গে পশ্চিম-বণক্ষেত্রে না হয পূর্ব্ব বণক্ষেত্রে রুশিযাব সঙ্গে যুদ্ধ ক'রবে। রুশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ না কবার চাবটি কাবণ হিটলাব লর্ড লণ্ডনডেরীকে বলেছিল। এক, রুশিযাব সৈন্য-সামন্ত ও অস্ত্র-শস্ত্র। দুই, রুশিযার বিশাল বিস্তৃতি। তিন, রুশিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদ এবং চাব, রুশিযাব লোকদেব আদর্শ নিষ্ঠা। এই চার কাবণে হিটলাব সেই সমযে রুশ দেশ আক্রমণ ক'বতে সাহস ক'বল না। রুশিযার তুলনায পশ্চিম বণক্ষেত্রে জযলাভ কবা অনেক সহজ। তাই হিট্লাব ২০ বছরেব মধ্যে পবস্পব পবস্পবকে আক্রমণ করবে না বলে রুশিযার সঙ্গে এক চুক্তি ক'রল। এব ফলে সোভিযেট রুশিযারও খুব সুবিধা হ'ল। কারণ হিট্লারকে সোভিযেট দেশের সঙ্গে চুক্তি ক'রতে দেখে চেম্বাবলেন প্রভৃতি পুঁজিবাদীরা ক্ষেপে গেল। পুঁজিবাদী দেশগুলোর মধ্যেই যুদ্ধ বেধে গেল—হিটলার আক্রমণ ক'বল পোল্যাণ্ড। নিজেদের ভেতর তারা ঝগড়া করেই শক্তিক্ষয ক'রতে লাগল, রুশিযাও তখন নিজের শক্তি বাড়াবার সময ও সুযোগ পেল।

১৯৩৯ এর ১লা সেপ্টেম্বর জার্ম্মানী পোল্যাণ্ড আক্রমণ ক'রল এবং কয়েকদিনের চেষ্টায় পোল্যাণ্ড 'বিধ্বস্ত ক'রে ফেলল। রুশিয়া ঠিক করে—তার সীমান্ত এখনি শক্তিশালী করা দরকার। সেই নীতি অনুযায়ী সে পোলাণ্ডের সবটা জার্ম্মানীর হাতে যেতে দিল না। লালফৌজ অগ্রসর হ'যে গেল। গত মহাযুদ্ধের পরে যে প্রদেশটি পোল্যাণ্ড রুশিয়ার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল এবার তা লালফৌজ দখল ক'রল--জার্ম্মানীর হাতে পড়তে দিল না, ততদূর অবধি লালফৌজ অগ্রসর হ'যে থাকল। এর পরে সোভিয়েটের "পশ্চিম সীমান্ত শক্তিশালী করার নীতি" অনুযায়ী ফিনল্যাণ্ডের কাছে সোভিয়েট লেনিনগ্রাড সহর নিরাপদ করার জন্য খানিকটা জায়গা দাবী ক'রল। ' বরাবরই ফিনল্যাণ্ডে তখন পুঁজিবাদীদের ষড়যন্ত্র চলছিল। ব্রিটিশ ও ফরাসী বুর্জ্জোয়াদের প্ররোচনায় এ সময়ে ফিনল্যাণ্ড এই জায়গা দিতে অস্বীকার ক'রল। লালফৌজ তখন যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে এই জায়গা দখল ক'রে নিল। আশ্চর্য্য এই যে, ইংরেজ ও ফরাসী গভর্ণমেণ্ট চেকোশ্লোভাকিয়া হিটলার দ্বারা আক্রান্ত হ'লে হিটলারের বিরুদ্ধে কোন সৈন্য পাঠাবার কল্পনাই করে নি ববং ছুটে হিটলারকে শান্ত ক'রতে গেছে। সেই ইংরাজ ও ফরাসী পুঁজিবাদী ফিনল্যাণ্ডের স্বাধীনতার জন্য অতিরিক্ত মাত্রায় উৎসাহী হ'যে উঠল। রুশদেশের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাবার সব বন্দোবস্ত হ'য়ে গেল। কিন্তু

সুইডেন এই সৈন্য তার সীমানার ভেতর দিয়ে পার হ'তে না দেওযায সৈন্য পাঠান আর হ'ল না। রুশিয়া ফিনল্যাণ্ডকে পরাস্ত ক'রে ফেললেও লেনিনগ্রাডের কাছাকাছি যে জাযগাটুকু ফিনল্যাণ্ডের কাছ থেকে নিল তার বদলে তার চাইতে বেশী জাযগা ফেরৎ দিল উত্তব দিকে, এবং যুদ্ধের জন্য ক্ষতিপূরণ কিছুই আদায ক'বল না। ফিনল্যাণ্ডের পুঁজিবাদীদেরও কোন শাস্তি দিল না। এর পর লালফৌজ পশ্চিম সীমান্তের লাটভিযা, লিথুনিযা ও এসথোনিয়া নামক ছোট তিনটি দেশকে সুরক্ষিত ক'রে স্বপক্ষে আনতে চেষ্টা ক'বল ঐ একই উদ্দেশ্যে অর্থাৎ পশ্চিম-সীমান্তে যাতে বুর্জোযারা আক্রমণ ক'রে সহজে বিশেষ সুবিধা না ক'রতে পারে। ওসব দেশও তখন হিটলারের ভয়ে কাঁপছে। তারা নিজেদের পার্লিযামেণ্টে প্রস্তাব গ্রহণ ক'রল—তারা সোভিযেট-মণ্ডলে যোগ দেবে। ইংরেজ ও ফরাসী পুঁজিবাদী কাগজগুলোয তখন সমাজতন্ত্রী রুশিয়া সাম্রাজ্যবাদী হ'যে গেছে বলে ভীষণ চীৎকার আবম্ভ করেছিল। বস্তুতঃ জার্ম্মানী তাদেব কথামত রুশদেশ আক্রমণ না ক'রে তার সঙ্গে মিতালি করায় তারা রুশদেশের ওপর ভয়ঙ্কর ক্ষেপে গিয়েছিল। এখন—যখন দেখা গেল হিটলার সোভিযেট দেশ সবলে আক্রমণ ক'রছে—তখন সবাই স্বীকার ক'রছে যে রুশিয়া এই সব দেশ আগেই হাত ক'রে খুব বুদ্ধিমানের কাজই ক'রেছিল। কারণ তা না হ'লে জার্ম্মানীর আক্রমণ

থেকে রুশ-দেশ রক্ষা কবা যেত না এবং আজ হয়ত গোটা পৃথিবীতে ফ্যাসিবাদের প্রভুত্ব কায়েম হ'যে যেত।

রুশ ও জার্ম্মানীর চুক্তির পবই চেম্বারলেন দেখল যে তার "শান্ত-করার" নীতি অকেজো হ'যে পড়েছে এবং ষ্টালিনের কাছে বাজনৈতিক চালবাজীতে সে পবাজিত হ'যেছে। জার্ম্মানী এদিকে দিন দিন একটার পব একটা দেশ দখল ক'বে শক্তিশালী হ'যে উঠছে এবং শক্তিশালী হ'যে সে ব্রিটিশসাম্রাজ্যই আক্রমণ ক'ববে। কাজেই হিটলারকে আব সুযোগ দেওযা ঠিক হবে না। জার্ম্মানী পোল্যাণ্ড আক্রমণ ক'রলে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স তাই জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রল ১৯৩৯ সালেব ৩বা সেপ্টেম্বব। পৃথিবীর দ্বিতীয বৃহৎ যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। যে হিটলারকে ইংরেজরা সযত্নে পুষেছিল সেই এবাব ইংবেজদেব আচ্ছা ক'রে দংশন ক'বে দিল। হিটলাব যুদ্ধেব প্রযোজনে নরওযে ও ডেনমার্ক দখল ক'বে নিল এবং হল্যাণ্ড ও বেলজিযামের ভেতব দিযে অগ্রসর হ'যে ফ্রান্স আক্রমণ ক'রল। কিন্তু প্রত্যেক দেশেই বুর্জ্জোযাদেব মধ্যে হিটলাবেব বন্ধু ছিল অনেকে। ফরাসী দেশের বুর্জ্জোযাদের ভেতবও অনেকে হিটলারের পক্ষে ছিল, তারা স্বাধীনতার থেকে বেশী ভয ক'রত তাদের দেশের শ্রমিক বিপ্লবকে। তাদের বিশ্বাসঘাতকতায ২৯ দিনেব মধ্যে ফরাসী দেশেব পতন হ'ল। এরপর হিটলার ইংল্যাণ্ড আক্রমণের চেষ্টা ক'রতে

লাগল। ইংল্যাণ্ডে খুব বোমাবর্ষণ হ'তে লাগল। কিন্তু শুধু বোমাবর্ষণ ক'রে একটা দেশ দখল করা যায় না। হিটলার ইংল্যাণ্ডে সৈন্য পাঠাবাব চেষ্টা ক'রতে লাগল। ইংরেজদের মতে ব্রিটিশ নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীর বিক্রমেব ফলে হিটলারের সৈন্য-সামন্ত ইংলিশ-চ্যানেল পাব হ'তে পারে নি। সে যাই হোক, হিটলার ইংল্যাণ্ড আক্রমণ বন্ধ রেখে পূর্ব্ব ইউরোপের দিকে দৃষ্টি দিল এবং এক এক ক'রে যুগোশ্লাভিযা, গ্রীস্ দখল ক'রে নিল। ইউবোপেব বাকী বাজ্যগুলো স্বেচ্ছায হিটলারের পক্ষে যোগ দিল। সব দেশেই পুঁজিবাদীরা তো এই চায—কাজেই শ্রমিক ও জনশক্তি মাথা তুলতে পারে নি। এভাবে গোটা ইউবোপে মাত্র দুটো শক্তি মুখোমুখি হ'যে দাঁডাল। ফ্যাসিষ্ট জার্ম্মানী, ইটালী ও তাদেব তাঁবেদাবরা এবং সোস্যালিষ্ট রুশিয়া আব প্রত্যেক দেশেব অত্যাচারিত শ্রমিক ও কৃষকের দল। জার্ম্মানী সমস্ত ইউবোপের মালিক হ'যে যথেষ্ট শক্তিশালী হ'যে পডেছিল এবং ইউবোপেব প্রত্যেক দেশের বুর্জ্জোযাদের একটা অংশ হিটলারের পক্ষে এসে যোগ দিয়েছিল। এর ফলে মালপত্র, অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্যেব অভাব হিটলারের থাকল না।

ফ্রান্সের পতনের পব থেকেই রুশ বুঝতে পারছিল যে যুদ্ধের গতি ও প্রকৃতিব দ্রুত পরিবর্ত্তন হচ্ছে। এক একটা দেশের পতনের সঙ্গে সঙ্গে হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

সেই দেশের জনগণের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে পরিণত হচ্ছিল। বুঝা যাচ্ছিল—ফ্যাসিজমের পতন না হ'লে সে সব দেশের জনগণের স্বাধীনতা লাভ হবে না। অধিকৃত দেশগুলোর বুর্জ্জোযারা হিটলারের সঙ্গে যোগ দেওযায়, এ ভাবে হিটলারের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সেই দেশের বুর্জ্জোযাদের পতন ও সোস্যালিষ্ট বিপ্লবের প্রশ্নও জড়িত হ'যে পড়ল। হিটলারের পতনের ভেতর দিয়েই সেই দেশগুলোতে সোস্যালিষ্ট বিপ্লব হ'বার সম্ভাবনা দেখা গেল। হিটলারের অতিরিক্ত শক্তি বৃদ্ধি হওযায এবং হিটলারের পতনের ভেতর দিযে গোটা ইউরোপে সোস্যালিষ্ট বিপ্লব আসবার সম্ভাবনা দেখা দেওযায, সোভিযেট রুশিযা বুঝতে পারছিল যে হিটলারের সঙ্গে যুদ্ধ অনিবার্য্য। হিটলারও রুশিযার মত শক্তিশালী দেশ পেছনে রেখে যুদ্ধ ক'রতে সাহস ক'রছিল না। যদিও উভযের ভেতর অনাক্রমণ চুক্তি হযেছিল, তা হ'লেও কেউ কাউকেই বিশ্বাস ক'রতে পারছিল না। উভযেই জানত আজ হোক কাল হোক সোস্যালিষ্ট রুশিযার সঙ্গে ফ্যাসিষ্ট দেশগুলোর যুদ্ধ অনিবার্য্য। কাজেই শান্তির সুযোগ পেযে রাশিযা পূর্ণবেগে নিজেকে শক্তিশালী ক'রছিল, জার্ম্মানী সমস্ত ইউরোপের মালিক হ'য়ে খুব শক্তিশালী হ'যে উঠেছিল। জার্ম্মানী বুঝতে পারল যে রুশিযাকে আর বাড়তে দেওযা ঠিক হবে না। কারণ আর বাড়তে দিলে রুশিয়ার সঙ্গে

শেষে আর পাবা যাবে না। ইংবেজেব সঙ্গে যুদ্ধ ক'বে জার্ম্মানী যদি জযলাভও ক'বে তা হ'লেও রুশিযাব হাত থেকে সে কিছুতেই বাঁচতে পাববে না। কাজেই রুশিযাকে কাবু কবা অবিলম্বে দবকার। আব এখন রুশিযাকে কাবু ক'বতে গিযে সমস্ত ইউবোপের বুর্জ্জোযা শ্রেণীব সাহায্য পাওযা যাবে। এমন কি ইংল্যাণ্ডেব সঙ্গে একটা বোঝা-পডাও হ'যে যেতে পাবে। এই আশায ও ভযে হিটলার হঠাৎ ১৯৪১ সালেব ২২ শে জুন রুশিযাকে অতর্কিতে আক্রমণ ক'বল। হিটলার নিজে স্বীকাব ক'রে গেছে যে, এমন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সে জীবনে কখনও গ্রহণ কবেনি। লালফৌজ পরম বিক্রমে সমস্ত ইউবোপেব সম্মিলিত শক্তিকে বাধা দিতে লাগল। প্রথম প্রথম লালফৌজকে অনেকদূর পেছনে হটে যেতে হযেছিল। তাদের বণনীতিতে এইটাই ছিল তখন উদ্দেশ্য—হিটলারকে বাধা দিযে দিযে সরে যাবে, তারপর হিটলাবের সৈন্যদেব দম ফুবিযে এলে লালফৌজ ক'রবে আক্রমণ। তাই এখন লালফৌজ ফ্যাসিষ্ট বাহিনীগুলোকে দেশ থেকে বিতাডিত ক'রেছে। লালফৌজ এই যুদ্ধে যে সাহস, আত্মত্যাগ ও সোস্যালিষ্ট-দেশের প্রতি ভালবাসা দেখিযেছে তাতে আনেক সোভিযেট-বিরোধীও সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থাকে শ্রেষ্ঠ বল্‌তে বাধ্য হ'যেছে।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এর আগেই ইংরেজের পক্ষে এক রকম যুদ্ধে যোগ দেয়। জার্ম্মানীর সঙ্গে দক্ষিণ আমেরিকায়

ও জাপানের সঙ্গে চীনদেশের বাজারে তার প্রতিযোগিতা ক'রতে হ'ত খুবই। জাপান ও জার্ম্মানীতে আবার বন্ধুত্ব—দু'জনাই সাম্রাজ্য চায বাড়াতে। এদেব কাবু ক'রতে পারলে এই সব বাজারে আমেরিকা একচ্ছত্র অধিকাব পাবে, এই আশায আমেরিকা জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে পবোক্ষে ব্রিটেনকে সাহায্য ক'বত। জাপান যুদ্ধ আবম্ভ ক'বলে -জার্ম্মানী আমেরিকাব বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা ক'বল।

জাপান সুযোগ বুঝে প্রশান্ত মহাসাগবেব ব্রিটিশ ও আমেরিকাব কলোনীগুলো অধিকার ক'বে নিল। এব ফলে জাপানীব সঙ্গে ইংবেজ ও আমেবিকাব যুদ্ধ বেধে গেল। ইংল্যাণ্ড ও আমেবিকা প্রশান্ত মহাসাগরে যুদ্ধেব জন্য মোটেই তৈবী ছিল না। কাজেই অতি অল্প চেষ্টাযই জাপান ইংল্যাণ্ড ও আমেবিকাকে হাবিযে দিযে ব্রহ্মদেশ অবধি এগিযে এল। এইরূপে যুদ্ধ ভারতের দুযাবে এসে হাজির হ'ল।

এই বিপদের সম্মুখীন হ'যে রুশিযা, আমেবিকা, চীন ও ইংল্যাণ্ড পবস্পব পরস্পরকে সাহায্য ক'বতে বাজী হ'ল। এদের বলা হয "মিত্র পক্ষ" বা "সম্মিলিত শক্তি"। জার্ম্মানী, ইটালী ও জাপান বলশেভিজম্ ধ্বংস কবার জন্য এক সঙ্গে বহুদিন আগেই যোগ দিযেছিল। এদের বলা হয় "এক্সিস"-পক্ষ বা বাংলায "অক্ষ-শক্তি" বা "চক্রশক্তি"।

ভারতের লোকদের এক্সিস-পক্ষে থাকা উচিত, না মিত্র-পক্ষে থাকা উচিত, না নিরপেক্ষ থাকা উচিত, এ নিয়ে আজও

আলোচনার শেষ হয়নি। এমন অনেকে আছেন যাঁরা মনে করেন যে, এক্সিস-পক্ষ যুদ্ধে জিত্‌লেই ভাল হয়। কারণ তা হ'লে ভারতবর্ষ থেকে জাপান ইংরেজদের তাড়িয়ে দেবে এবং জাপান ভাবতবর্ষকে স্বাধীনতা দিয়ে যাবে। এ রকম লোকেব সংখ্যা অবশ্য খুব কম। তোমরা পুঁজিবাদী যে নিয়মের ফলে সাম্রাজ্যবাদী হ'তে বাধ্য হয় তা যদি বুঝে থাক, তা হ'লে সহজেই বুঝতে পাববে এ রকম মত পোষণ কবা কত ভুল। কারণ পুঁজিবাদী দেশ অন্য দেশ দখল ক'রতে বাধ্য হয় বাজার হিসেবে ব্যবহাব কবাব জন্য। মুখে সে মুসোলিনীব মত বলে—'আবিসিনিয়াকে সভ্য ক'রব", বা ইংবেজদের মত বলে—"ভাবতবর্ষকে স্বাধীন ক'বব" ইত্যাদি। যাই সে বলুক না কেন, জাপান যদি ভাবতবর্ষ অধিকাব করে তবে ভাবতবর্ষকে "বাজাব" ক'রেই বাখবে— স্বাধীনতা দিয়ে রিটার্ণ টিকিট ক'বে দেশে ফিবে যাবে না।

তা ছাড়া মিত্র-পক্ষ হেরে যাওযাব অর্থ কি? অর্থ শুধু যে ইংবেজ ও আমেরিকা হেরে যাওয়া তা নয়। মিত্র-পক্ষ হেরে যাওয়ার অর্থ চীন হেবে যাওয়া, রুশিয়া হেরে যাওয়া, অর্থ সমস্ত ইউরোপের লোকদের স্বাধীনতা হাবান এবং একদিকে তুর্কী, আবব, পারস্য, আফগানিস্থান হিটলারের অধীনে চলে যাওয়া এবং অন্যদিকে চীন, ইন্দোচীন, শ্যাম, ব্রহ্মদেশ, অষ্ট্রেলিয়া ইত্যাদি জাপানের অধীনে চলে যাওয়া। এইরূপে গোটা ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া

যখন ফ্যাসিষ্টদের করায়ত্ত তখন ভারতবর্ষ যে একা একা নিজের শক্তির জোরে স্বাধীনতা বজায় রাখতে পারবে তা অসম্ভব। আমরা তখন স্বাধীন থাকলে জার্ম্মানী বা জাপানীদের দয়ার উপর নির্ভর ক'রেই স্বাধীন থাকব। অর্থাৎ যতদিন তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থেব উপর আঘতে না দেব, এবং তাদেব সব বকম অর্থনৈতিক সুবিধা ক'রে দেব ততদিন আমবা স্বাধীন থাকব। এ রকম স্বাধীনতায় থাকা—আর এখনকাব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে স্বাধীন থাকা একই কথা।

মিত্র-পক্ষ যদি জেতে তা হ'লে আমাদেব লাভ কি? মিত্র-পক্ষ জেতা মানে যে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদের জেতা তা নয়। মিত্র-পক্ষ জেতা মানে চীনদেব যুদ্ধে জেতা, রুশিযাব যুদ্ধে জেতা, এবং সমস্ত ইউবোপে, চীনে ও জাপানে বিপ্লবের জয় এবং পুঁজিবাদী প্রথাব ধ্বংসের সূচনা। গোটা ইউবোপ এবং চীনে যদি পুঁজিবাদী প্রথা ধ্বংস হ'যে যায় তবে সে বিপ্লবের ধাক্কায় ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদের পতন অনিবার্য্য। এবং এর ফলে আমাদের স্বাধীনতাও অনিবার্য্য। আসলে মিত্র-পক্ষের জেতা মানে - মিত্র-পক্ষের জনগণের জেতা—তাদের বুর্জ্জোয়াদের জেতা নয়, এটা বুঝতে হবে। কারণ সব দেশেই বুর্জ্জোয়াদের তো হিটলারই বন্ধু—তাঁর পরাজযে তারা দুর্ব্বল হয়।

যদিও বর্ত্তমান যুদ্ধের স্বরূপ এই রকমভাবে দেখলে বুঝতে মোটেই কষ্ট হয় না, কিন্তু আমাদের দেশের লোকের পক্ষে

এই বকম দৃষ্টিভঙ্গী নিযে দেখা খুব কষ্টকর। তাবা শুধু আমাদের দেশ এবং আমাদের দেশেব বর্ত্তমান অবস্থা দেখেই বিচাব ক'রে থাকে। "আমাদের দেশ বর্ত্তমানে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদীবা শাসন ক'বছে। এবং সেই অসমর্থ শাসন-ব্যবস্থার ফলে দেশেব লোকের জীবন আজ অত্যন্ত দুর্দ্দশা-গ্রস্ত। তাবা সহজভাবে ভাবে—'মিত্র-পক্ষের জয' মানে এই অযোগ্য শাসকদেব জয এবং তার ফলে জনগণেব দুঃখের আবও বৃদ্ধি, সুতরাং মিত্র-পক্ষেব পবাজয হওযাই উচিত। কাবণ তা হ'লে বর্ত্তমান শাসকদেব হাত থেকে অন্ততঃ রেহাই পাওযা যাবে। তারপরে জাপান আসে কিনা তার ঠিক নেই, আব যদিও বা আসে তা হ'লে এত খাবাপ হযত তাবা হ'বে না। আব যদি হযও তা হ'লে আমাদের দুঃখ যা আছে তার চাইতে আর বাডবে কি।"—আমাদেব দেশের অনেক লোকই এই রকমভাবে বর্ত্তমান যুদ্ধটাকে দেখে থাকে। বর্ত্তমান যুদ্ধে যদিও সাম্রাজ্য রক্ষার জন্যই ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য-বাদীরা রুশিযা ও চীনাদের সঙ্গে যোগ দিযে লডছে, কিন্তু এই যুদ্ধের ভেতর দিযেই সাম্রাজ্যবাদীদেব "রক্ষা-প্রাচীব" ফ্যাসিজম্ ধ্বংস হ'চ্ছে আর যুদ্ধের মধ্য দিযে সাম্রাজ্যবাদীদের চাইতেও অনেক বেশী শক্তিশালী এক শক্তি উঠছে এবং ধীরে ধীরে তা সাম্রাজ্যবাদী-প্রথাব গোড়ার ভিত্তি পুঁজিবাদী প্রথাকে ধ্বংস ক'রে দিচ্ছে, এই সব লক্ষণ আমরা এখনও চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি না। সে শক্তি হচ্ছে সমস্ত

ইউরোপ, এশিযা ও আমেরিকার বিরাট জন-জাগরণ। এ কথা লেখা হ'যেছিল ১৯৪১ সালের প্রথম দিকে। এই কয মাসের ভেতর ফ্যাসিষ্টদেব পবাজযেব ভেতর দিয়ে সমগ্র ইউবোপে জন-জাগবণ এতদূর এগিযে গেছে যে আজকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদেব সমস্ত অপচেষ্টা ব্যর্থ ক'রে সমাজ-তান্ত্রিক বাষ্ট্রেব দিকে ইউবোপীয দেশগুলিব অগ্রগতি সকলেব কাছেই খুব স্পষ্ট হ'যে উঠেছে। একমাত্র ব্রিটিশ-বিদ্বেষ যেখানে দেশ-সেবকদেব পুঁজি সেখানে অবশ্য এর উল্টো রকম হওযাটাই স্বাভাবিক। আমরা ব্রিটিশ-বিবোধী হ'তে গিযে সাম্রাজ্যবাদেব বিরুদ্ধে ঠিক যুদ্ধ-কৌশলও ভুলে যাই। সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ ও ফ্যাসিষ্টবাদ সম্বন্ধে উপযুক্ত জ্ঞানেব অভাবই এইরূপ সীমাবদ্ধ দৃষ্টিব কাবণ। সে যাই হোক না কেন, তোমরা যদি পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থার গোড়ার নিযমগুলো বুঝে থাক তা হ'লে ফ্যাসিষ্টদেব পরাজযেব ভেতব দিযেই যে সমস্ত পৃথিবীতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এগিযে আসবে এবং সমস্ত দেশের জনগণের স্বাধীনতা অনিবার্য্য হ'যে পডবে তা বুঝতে কষ্ট হ'বে না এবং ভারতবর্ষও যে এই স্বাধীনতার নামে এগিযে যেতে পারবে তাও বুঝতে পারবে।

আজ আমাদের জীবনে সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধই বড় কথা। এই যুদ্ধ আকাশ হইতে পড়ে নাই, বিধাতার খেয়ালে অথবা কোন বিশেষ বা কতিপয় ব্যক্তির আকস্মিক ক্ষমতা-লিপ্সার উহার উৎপত্তি নহে, উহা মানুষের বা জাতির স্বভাবজ প্রবৃত্তিও নহে। উহার পশ্চাতে যে নিগূঢ় সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ রহিযাছে, তাহাই বিনা আড়ম্বরে অত্যন্ত সাধারণ ভাষায় কিশোর কিশোরীকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আমার মনে হয়, যাহাদের জন্য বইখানি লেখা, তাহাদের বাপ-দাদা খুড়োরাও যদি এই ছোট বইখানির পাতাগুলি উল্টাইযা দেখেন, তবে তাহা একেবারে পণ্ডশ্রম হয় না।

অরণি

১৩ই কার্ত্তিক, ১৩৪৯।

অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েরা—যাহার সাহায্যে রাজনীতির মোটামুটি কথাগুলি জানিতে পারে, বাঙ্গলা ভাষায় এইরূপ একখানা বইয়ের খুবই অভাব ছিল। লেখকের আলোচ্য গ্রন্থখানা সে অভাব পূরণ করিবে। লেখক রাজনীতির জটিল বিষযগুলি এত সহজ ও সরলভাবে বিবৃত করিযাছেন যে, ছেলেমেয়েরা একটু চেষ্টা করিলেই উহা বুঝিতে পারিবে এবং আধুনিক রাজনীতির মূল বিষয়গুলির সঙ্গে পরিচয লাভ করিতে পারিবে। শুধু অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েরা নহে, অনেক বয়স্ক লোকও এ বইখানা পড়িলে উপকৃত হইবেন।

আনন্দ বাজার পত্রিকা

১৭ই জানুয়ারী, ১৯৪৩।